এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ রাজ্যে শিল্পায়নের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য
এনজিও-র আড়ালে কালো টাকা সাদা করতেন ইন্দ্রনীল ও ধ্রুবজ্যোতি! ৩

কলকাতা ৭ নভেম্বর ২০২৬ ২০ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.11.2026, Vol. 20 Issue No. 145, 8 Pages, Price 3.00



জ্বলছে কর্মভূমি এক্সপ্রেস।

চলন্ত কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন

চণ্ডীগড়, ৬ নভেম্বর: পঞ্জাবের অমৃতসর থেকে বাংলার জলপাইগুড়িগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার রায়পুরার কাছে ভয়াবহ আগুন লাগে ট্রেনে। চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন বগি-সহ ৫টি কামরায় আগুন লাগে। এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২৫০৮ কর্মভূমি এক্সপ্রেস শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই অমৃতসর থেকে জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিওয়েছিল। দুপুর ১২টা ৫৮ নাগাদ ট্রেনটি ফতেহপুর সাহিবের সাধুগড় স্টেশন থেকে ছাড়ার পরই নজরে পড়ে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি। মুহূর্তের মধ্যে সেটি ইঞ্জিন বগি থেকে ট্রেনের চারটি জেনারেল বগিতে ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ট্রেনে। এই অবস্থায় মাঝরাস্তায় থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটি। হুড়মুড়িয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন যাত্রীরা। ততক্ষণে ট্রেনের আগুন আরও ভয়াবহ আকার নেয়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ।

জানা গিয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিনের পর পঞ্চম কামরাটিতে প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকে আরও তিনটি কামরায় তা ছড়িয়ে পড়ে। পটিয়ালার ডিসি হিমাংশু আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্যান্ট্রি কার থেকে আগুন ছড়িয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। শর্ট সার্কিট থেকেও আগুন লেগে থাকতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ তদন্তের পরেই নিশ্চিত করে বলা যাবে। রেল পুলিশের এসএইচও গুরপ্রীত সিং আবার জানিয়েছেন, একটি কামরার পাখায় শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। সেখান থেকে দ্রুত তা পরের কামরাগুলিতেও ছড়িয়ে যায়।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও রেলের শীর্ষ আধিকারিকরা। রেলওয়ে মণ্ডলের পিআরও নীরজ বলেন, 'অমৃতসর থেকে পশ্চিমবঙ্গগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার পরই রেলের মেডিক্যাল টিম ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হন। রেলের ডিআরএম বিনোদ কুমার ভাটিয়াও ঘটনাস্থলে পৌঁছন।' এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই বলেই জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

৭ম বেতন কমিশনের আওতায় শিক্ষাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তম বেতন কমিশনের আওতা আরও বাড়াল রাজ্য সরকার। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি এ বার রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নিয়মিত কর্মীদের বেতন কাঠামো ও চাকরির শর্তাবলি পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমিশনকে। তবে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

নবান্নের অর্থ দপ্তরের অডিট শাখা থেকে ৫ নভেম্বর জারি হওয়া ৪০৭৯- এফএসপিওয়ান নম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২২ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তির সংযোজিত তালিকায় সংশোধন আনা হয়েছে।

একদিকে একাধিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-সহ কয়েকটি সংস্থাকে কমিশনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ ভোকেশনাল এডুকেশন কাউন্সিলকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ফলে শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সপ্তম বেতন কমিশনের পর্যালোচনার আওতায় থাকছেন রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নিয়মিত কর্মীরা। কমিশন তাঁদের বেতন কাঠামো ও চাকরির শর্তাবলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

এছাড়া নতুন করে কমিশনের আওতায় আনা হয়েছে চ্যাংরাবান্ধা, মুকুটমণিপুর, ফুরফুরা শরিফ, তারকেশ্বর, বর্ধমান, তারাপীঠ-রামপুরহাট, গজলডোবা, মেদিনীপুর-খড়্গপুর, জয়গাঁ, গঙ্গাসাগর-বকখালি, বক্রেশ্বর, পাথরচাপুড়ি, বীরসিংহ ও মোহাবনী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্মীদের। এই সংশোধিত বিজ্ঞপ্তির ফলে সপ্তম বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত সংস্থার তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল।

রাসে নবদ্বীপকে সাজানোর ভাবনা

১ হাজার কোটির 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট'

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট'-এর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যজুড়ে যত পুরনো মঠ ও মন্দির রয়েছে সেগুলি সংস্কারের জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এক হাজার কোটি টাকা। কালীপুজোর উদ্বোধনে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি তাঁর এক ভিডিও বার্তায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। ভিডিওটিতে তিনি তাঁর আগামী দিনের কর্মসূচি, ঐতিহাসিক মঠ-মন্দির সংস্কার এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি আগামী ২২ তারিখে রাস পূর্ণিমায় নবদ্বীপে যাবেন এবং প্রভু শ্রীচৈতন্যের নগরীতে রাস পূর্ণিমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পাশাপাশি তিনি চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় উপস্থিত থাকার কথাও উল্লেখ করেন।

রাজ্যের প্রাচীন মঠ ও মন্দিরগুলির সংস্কার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ব্যক্তিগত বা দেবোত্তর ট্রাস্টের বাইরে সার্বজনীন ও প্রাচীন মন্দিরগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য আগামী দুই বছরে ১০০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে কেদারধাম, বদ্রীধাম, অযোধ্যাধাম, কাশী বেনারস এবং উজ্জয়িনী মহাকালেশ্বর ক্ষেত্রগুলোর পুনর্নির্মাণ করে দেখিয়েছেন, ঠিক সেই আদলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কাজ করবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে সরকারের জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক প্রকল্পগুলোতে অংশ নেওয়ার এবং সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

এছাড়া বাংলাদেশ থেকে জীবন ও ধর্ম বাঁচানোর তাগিদে ভারতে চলে আসা মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ২০১৯ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে সিএএ এনেছিলেন এবং ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখে তার নিয়মকানুন কার্যকর হয়েছে। বিগত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রক্রিয়ায় অংশ না নেওয়ায় নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা-সহ প্রায় আড়াই লক্ষ সিএএ-র দরখাস্ত এতদিন পেন্ডিং বা অমীমাংসিত ছিল। বর্তমানে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সেই সমস্ত আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়েছে। জেলা শাসকরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিদের নির্দেশ অনুযায়ী এসডিও-দের ওপর শুনানির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি ভিডিওটিতে উল্লেখ করেন।


শুক্রবার আমহার্স্টস্ট্রিট যুবশ্রী কালী পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

উৎসবের মেজাজে বাজার

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: শেয়ার বাজারেও উৎসবের আমেজ। বৃহস্পতির পর শুক্রেও অব্যাহত ষাঁড়ের দৌড়। শুক্রবার সেনসেক্স ১৭১৮ পয়েন্টের লাফ দেয়। অন্যদিকে নিফটি ২৫,০০০ পয়েন্ট ছাপিয়ে গেল। এদিন শেয়ার বাজারে নেতৃত্ব দেয় বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও ওষুধ সংস্থাগুলি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্ববাজারের প্রবল পতনের মধ্যেও ঘুরে দাঁড়ায় দেশীয় শেয়ার বাজার।

শুরুতে ৭৯,০১৬.০৫-এ নেমে গেলেও পরে তা ৭৯,৯৫৯.৪৮ পর্যন্ত ওঠে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৭১৮ পয়েন্টের দুরন্ত লাফ



দিয়েছে সেনসেক্স। অন্যদিকে চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারির পর এদিন প্রথমবার ২৫০০০ পয়েন্ট ছাপিয়ে গেল নিফটি। মনে করা হচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের রেকর্ড কেনাকাটাই বাজারকে চাঙ্গা করেছে। ৫ নভেম্বর তাঁরা ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এদিনও বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত ছিল। এর ফলেই ষাঁড়ের দুরন্ত দৌড়ের সাক্ষী হল ব্যবসায়ীরা।

গত তিনমাসে মার্কিন শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বেশি উন্নতি দেখা গিয়েছে বুধবার, ভোটের ফল প্রকাশের পর। সেই হাওয়াতে ভর করেই ভারতের বাজারেও ব্যাপক উন্নতি দেখা গিয়েছিল বৃহস্পতিবার। মঙ্গলবার থেকেই বাজারে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এরপর বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারও শেয়ার বাজারে খুশির জোয়ার। কার্যত উৎসবের আমেজ।

হাজারের বেশি 'যোগ্য'র ধাক্কা, বাদ নয়া পরীক্ষার কাট অফেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইনি জট এবং প্যানেল বাতিলের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে চাকরি হারানোর পর নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া। ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের জেরে কর্মচ্যুত হওয়া শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ১ হাজারের বেশি 'যোগ্য' প্রার্থী নতুন আয়োজিত গ্রুপ-ডি পরীক্ষার কাট-অফ বৈতরণী পার করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার কারণে এই কর্মীরা আর ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার সুযোগও চিরতরে হারিয়ে ফেললেন। বিগত দুই বছর ধরে বেতন বন্ধ থাকা এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানোর পর এই ধাক্কায় তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন পুরোপুরি অন্ধকারে।

প্রকাশিত হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত গ্রুপ-ডি পরীক্ষার ফল। রাজ্যজুড়ে ৫ হাজার ৪৮৮টি শূন্যপদের বিপরীতে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রায় ২৭ হাজার প্রার্থীকে বাছা হয়েছে। কিন্তু এই প্রাথমিক ফলপ্রকাশের পরই বড় ধরনের বিপর্যয়ের চিত্র সামনে আসে। জানা গিয়েছে, চাকরিহারা অভিজ্ঞ শিক্ষাকর্মীদের প্রায় ১ হাজার জনই তরুণ ও নতুন প্রতিযোগীদের সঙ্গে কাট-অফের লড়াইয়ে টিকতে পারেননি। বিভিন্ন জোনেই এ বার কাট-অফের নম্বর ছিল বেশ চড়া।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগের মতোই গ্রুপ-ডি ক্ষেত্রেও ইন্টারভিউয়ের আগে অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত নম্বর যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। তা সত্ত্বেও বহু পোড়খাওয়া ও 'যোগ্য' প্রার্থীর নাম ইন্টারভিউয়ের মেধা তালিকায় জায়গা পায়নি। বিগত দুই বছর ধরে চরম আর্থিক অনটন ও মানসিক অবসাদের মধ্যে দিন কাটানোর পর, নতুন পরীক্ষায় বসেও চাকরি পাকা করতে না পারায় এই মানুষগুলোর শেষ আশার প্রদীপটুকুও এদিন নিভে গেল।

নতুন পরীক্ষার এই ফল প্রকাশের পরই তীব্র হতাশা ও ক্ষোভ দানা বেঁধেছে চাকরিহারা মহলে। চাকরিহারাদের মধ্যে এক শিক্ষাকর্মী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমরা নতুন সরকারের কাছেও বারবার ছুটে গিয়েছিলাম। আবেদন জানিয়েছিলাম, প্রকৃত যোগ্য যাঁরা, তাঁদের বিষয়টি যেন আলাদাভাবে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের সেই দাবি মানা হয়নি। উল্টে নতুন পরীক্ষা নেওয়া হলো। আর প্রথম ফলপ্রকাশেই দেখলাম, এক হাজারেরও বেশি যোগ্য কর্মী বাদ পড়ে গেলেন। এখনও একাধিক পর্যায় বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, বড়জোর ৫ বা ১০ শতাংশ পুরনো যোগ্য শিক্ষাকর্মী হয়তো চাকরি টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন।'

দিনের পর দিন তাঁদের এই দুর্দশা নিয়ে মুখ খুলেছেন শিক্ষক সমাজও। এঁদের একাংশও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'পরিস্থিতিটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক। গত দু'বছর ধরে তাঁরা স্কুলে যেতে পারছেন না, বন্ধ রয়েছে বেতন। এর মধ্যে নতুন করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে চাকরি বাঁচানোর লড়াই চালানো যে কতটা কঠিন, তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘদিন স্কুল ও পড়াশোনার পরিবেশ থেকে দূরে থাকা এই মানুষগুলোর পক্ষে এই লড়াই অসম ছিল। যাঁরা কাট-অফ পেরিয়ে আসতে পারলেন না, তাঁদের পরিবার আজ অথই জলে। সরকারের উচিত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের জন্য দ্রুত কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা।'

মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি নয়

পুরভোটের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের মামলা ঝুলতে থাকা অবস্থায় কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের ৭টি পুরসভায় ভোট করার যে প্রক্রিয়া চলছিল, তাতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ওয়ার্ড বিন্যাস মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত পুরসভা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ এই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দেয়। আদালতের সাফ অবস্থান, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস আইন মেনে এবং সঠিক নিয়মে হয়েছে কি না, তা আগে ঠিক করবে সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই আইনি বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আর এক চুলও এগোনো যাবে না।

ঘটনার সূত্রপাত রাজ্যের পুরসভাগুলির আসন ও ওয়ার্ডের সিমানা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে। রাজ্যে শাসকদল পরিবর্তনের পর কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে একধাক্কায় বাড়িয়ে ২০৯টি করার প্রক্রিয়া শুরু করে নবান্ন। কিন্তু শুরু থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বাম, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী শিবির অভিযোগ তোলে, কোনও সঠিক ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ খামখেয়ালিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এই নিয়ে আইনি লড়াইয়ের জল গড়ায় হাইকোর্টে। কসবার সিপিএম নেত্রী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেন যে, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুর কমিশনারের যে প্রশাসনিক মতামত প্রয়োজন, তা সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। বর্তমানে পুরসভায় নির্বাচিত বোর্ড নেই, দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্য নিযুক্ত 'প্রশাসক'। প্রশ্ন ওঠে, একজন প্রশাসক কি আইনত একা সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ওয়ার্ড বিন্যাসের সুপারিশ করতে পারেন কি না তা নিয়ে।

মামলাটি প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চে উঠেছিল। সিঙ্গল বেঞ্চ তৎক্ষণাৎ কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ না দিয়ে রাজ্য ও কমিশন উভয়ের কাছেই হলফনামা তলব করেছিল। কিন্তু মামলাকারীদের আশঙ্কা ছিল, এই হলফনামা দেওয়া-নেওয়ার ফাঁকে যদি রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করে দেয়, তবে গোটা মামলাটি অর্থহীন হয়ে পড়বে। সেই আশঙ্কাতেই পুজোর ছুটির মধ্যে হাইকোর্টের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন মামলাকারীরা। এরপরই শুক্রবার অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ পরিষ্কার জানায়, ভ্যাকেশন বেঞ্চে বসে এখনই ওয়ার্ড বিন্যাসের বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেওয়া সম্ভব নয়। আগে সিঙ্গল বেঞ্চেই বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে। তবে বিচার চলাকালীন ভোট ঘোষণা করে দেওয়া যাবে না। ফলে কমিশনের হাত পুরোপুরি বেঁধে দিল আদালত। আদালতের এই রায় আসার পরেই সুর চড়িয়েছেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'আদালতের নির্দেশের ওপর আমাদের কোনও কথা থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হল, ভোট না হওয়ার ফলে কলকাতার সাধারণ নাগরিকরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।'



শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Barsha Gurat, W/o- Kuchu Gurat, D/o- Bablu Roy**, residing at Vill-Bhataigeria, P.O.- Sahaspur, P.S.-Anandapur, Dist.-Paschim Medinipur, Pin- 721122. Before marriage my name was **Barsha Roy, D/o- Bablu Roy**, which stands recorded in my **BOI Savings Pass Book (A/c No. 431210510000574), Dabcha Branch.** After marriage, I adopted my husband's surname, becoming Barsha Gurat, which is updated in my Aadhaar Card (8434 4854 0101) and Voter ID Card (ASQ2351880). In my PAN Card (FDQPG6936R), my name has been recorded as **Barsha Gurat, D/o- Bablu Roy**. I declare that **"Barsha Gurat W/o- Kuchu Gurat, D/o- Bablu Roy" "Barsha Roy D/o- Bablu Roy"; "Barsha Gurat W/o- Kuchu Gurat"**; and **"Barsha Gurat D/o- Bablu Roy"** is the same and one identical lady. Hence, I declare this vide affidavit no. 25469 dated 21.09.2026 before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Midnapore.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Sathi Dey, W/o. Sukumar Das, R/o. Vill Balarambati, P.O. Balarambati, P.S. Singur, Dist. Hooghly, Pin 712409, W.B., have changed my Daughter's Name from Mariem (which name has been recorded in her Passport & birth certificate of Egypt, etc.) to Saanvi Das (Indian records), vide Affidavit No. 25949, dated 03.11.2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court. Henceforth, she will be known as Saanvi Das instead of Mariem and all her relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Saanvi Das and Mariem, D/o. Sukumar Das & Sathi Dey both are the same and one identical person.

গত 02/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 25680 নং এফিডেভিড বলে আমি, SK Montaj Ali, S/o. Sk Abdul Rashid, সাকিম হোসেনাবাদ, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Nasrin Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 2450, dated 31.10.1992) কন্যার পিতার সঠিক নাম SK Montaj Ali-এর পরিবর্তে Montaj Ali লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম SK Montaj Ali লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Nasrin Khatun D/o. SK Montaj Ali ও Nasrin Khatun D/o. Montaj Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26177 নং এফিডেভিড বলে আমি Pradip Samanta S/o. Paritosh Samanta ও Pradip Kumar Samanta S/o. P Samanta সাকিম তারকেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 2819 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sujibar Rahaman Sekh, R/o. Angkpara, Paschimpara, Machantala, Chitrashali, Haripal, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (D.O.B. 22.05.2004) পুত্রের সঠিক নাম Sk. Shaniyaz-এর পরিবর্তে Sk. Sahaneyaj ও পিতার সঠিক নাম Sujibar Rahaman Sekh-এর পরিবর্তে Sk. Sujibar Rahaman লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সঠিক নাম Sk. Shaniyaz S/o. Sujibar Rahaman Sekh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Sk. Shaniyaz S/o. Sujibar Rahaman Sekh & Sk. Sahaneyaj S/o. Sk. Sujibar Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 05/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26222 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Minhajuddin, S/o. Jamal Sekh, R/o. Jete, Sinhet, Dadpur, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 88/03, dated 28.05.2003) পিতার সঠিক নাম Jamal Sekh-এর পরিবর্তে Sk Jamaluddin এবং আমার মাতার সঠিক নাম Mst Sk Nurjahan Begam-এর পরিবর্তে Nurjahan Begam লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সঠিক নাম Sk Minhajuddin, S/o. Jamal Sekh (Father) & Mst Sk Nurjahan Begam (Mother) লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sk Minhajuddin, S/o. Jamal Sekh & Mst Sk Nurjahan Begam এবং Sk Minhajuddin S/o. Sk Jamaluddin & Nurjahan Begam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রীমত্যা প্রতিমা মালিক**, স্বামী ৺গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম উত্তর সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **২) শ্রীমতী সুজাতা মন্ডল**, স্বামী বলরাম মন্ডল, পিতা ৺গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম গর্জি জয়পাড়া, বিঘাটি, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৩) শ্রীমতী সুতপা ধাড়া**, স্বামী তরুন কুমার ধাড়া, পিতা ৺গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম ৩৫/২ ডাঃ লাল মোহন পাল লেন, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৪)শ্রী স্বপন মালিক ওরফে স্বপন চন্দ্র মালিক**, পিতা ৺গনেশ মালিক ওরফে গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম উত্তর সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০১/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-01823/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মিঠু কীর্ত্তনিয়া**, পিতা ৺উপেন কীর্ত্তনিয়া, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল. নং ১৬, হাল এল.আর ৭২৩৮, ৭২৪০, ৭২৪১ ও ৭২৩৯ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ২৮০ তথা হাল এল.আর. ৩২৩ নং দাগে কলাবাগান ষোল আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ১৯ শতক তন্মধ্যে **০১ কাঠা ০৮ ছটাক ৩৩ বর্গফুট** সম্পত্তি বিগত ইং 22/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত **I-01965/2024** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১) শ্রী সুশান্ত কুমার দাস**, পিতা শক্তিপদ দাস, সাকিম কনকশালী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, ও **২) শ্রীমতী টুম্পা দত্ত**, স্বামী ৺চন্দন দত্ত, সাকিম চাঁদনী বেনেপুকুর (পূর্ব), চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রেতাদ্বয় **১) শ্রী সুশান্ত কুমার দাস, ও ২) শ্রীমতী টুম্পা দত্ত**, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও **মগড়া-চুঁচুড়া** ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

ক্রয়-বিক্রয়

আমি সন্তোষ সর্দার, পিতা- অমৃত সর্দার, সাং- মিরাইপুর, পোঃ দীঘা, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৪, আমার নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত ১৬ নং দীঘা মৌজার খতিয়ান নং ১৫৩৫, দাগ নং ৬২, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ ১ শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯০০২৮৯৩২৪৯ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অরবিন্দ রায়, পিতা- চিন্তাহরণ রায়, সাং বগুলা কলেজপাড়া, পোঃ বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া গত ইং ১৮.১২.২০২০ তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসের I-9163 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার ৬৯ নং বগুলা মৌজায় L.R ১৫৩ নং খতিয়ানে এবং R.S ও L.R ৫২৯ নং দাগে মোট ৯.০২ শতক জমি বিপ্লব কুমার বালা, পিতা- গৌর বালার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত বিপ্লব কুমার বালা ঐ সম্পত্তি গত ইং ০৬.১২.২০১৯ তারিখের কৃষ্ণনগর DSR অফিসের ৪নং বহির ৪২৬নং আমমোক্তারনামার বলে মেনকা রাণী বিশ্বাস দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ব্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি রামধনী সাউ, পিতা- জয়রাম সাউ, ঠিকানা- চক বাগদী পাড়া, পোঃ-বৈদ্যবাটী, হুগলী গত ইং. ২৩.০২.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং. I-১২১/২০২৪ মূলে আমার অন্যতম বিক্রেতাগন ১) সুভাষ চন্দ্র সাহা, পিতা-জহরলাল সাহা, ২) মায়াদেবী সাউ, স্বামী-জীতেন্দ্র সাউ দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার দলিল নং. I-৭০২১/ ২০২১ তারিখ ২৮.১২.২০২১, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার গ্রহীতা-মনোজ ঘোষ, পিতা-মৃত বংশীলাল ঘোষ-এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৮৬, এল.আর. দাগ-৫২৪, জমির পরিমান ০১ কাঠা ১০ ছটাক ২৮ ব.ফু., জমির শ্রেনী-শালি। উপরিউক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বিএলআর অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। বিনীত রামধনী সাউ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, গত ৩১.১০.২০১৩ তারিখে সুধাংশু মল্লিক কর্তৃক পিঙ্কু মজুমদার-এর অনুকূলে সম্পাদিত একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে গিয়াছে। উক্ত দলিলে বর্ণিত জমিটি নদীয়া জেলার **চাকদহ থানার** অন্তর্গত এ.ডি.এস.আর.ও.-চাকদহ আওতাধীন হিঙ্গনারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত **মৌজা-বল্লভপুর** এ অবস্থিত যাহার জে.এল. নং-১৮১, তৌজি নং-১২। জমিটি আর.এস. দাগ নং-৩০৭ যা **এল.আর. দাগ** নং- ৩০৭ এর অংশীভূত এবং এর পরিমাণ প্রায় **৪.৯৫ ডেসিমাল** কম বা বেশি। দলিলটি চাকদহ এ.ডি.এস.আর. অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল, যা ২০১৩ সালের ১ নম্বর বইয়ে ৪৪৭৪ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। দলিলটি হারিয়ে যাওয়ায় আমার মক্কেল **সঞ্জয় বিশ্বাস** ২৯.১০.২০২৬ তারিখে **চাকদহ থানায়** একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন যাহার **জি.ডি.ই.** নং-২৭৯১। উক্ত দলিলটি কোনো ব্যাঙ্ক বা অন্য কোথাও বন্ধক রাখা হয়নি বা জমা দেওয়া হয়নি। যদি কোনো ব্যক্তি দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে তা আমাদের কাছে ফেরত দিন অথবা আমাদের জানান। এছাড়া, যদি কারো কোনো দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে তা জানাতে পারেন। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো দাবি আর গ্রহণ করা হবে না। রাহুল কুমার এ্যাডভোকেট ব্যারাকপুর আদালত মোঃ ৯৮৩১৯০৬২৯২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মোক্কেল (১) শ্রীমতী মৃন্ময়ী মাহাত, স্বামী- শ্রী দিলীপ কুমার মাহাত, সাং- দেউলী, পোঃ- খাঁড়বান্ধি, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা- ঝাড়গ্রাম, (২) শ্রী প্রশান্ত মাহাত, পিতা-শ্রী গোপাল মাহাত, সাং- কাঁশবহাল, পোঃ- জিতান, থানা- বান্দোয়ান, জেলা-পুরুলিয়া, (৩) শ্রী স্বপন সরেন, পিতা- দাখিন সরেন, সাং- মুরুনিয়া, পোঃ- খাঁড়বান্ধি, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৪) শ্রী জয়দীপ মাইতি (৫) শ্রীমতী পূজা মাইতি, উভয় পিতা- শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি, উভয় সাং- ডুমুরিয়া, পোঃ- ধুমসাই, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৬) শ্রীমতী সুমিতা মাহাত, স্বামী- শ্রী জগদীশ মাহাত, সাং- সিজুয়া, পোঃ- কানিমহুলী, থানা-জাম্বনী, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৭) শ্রী শিশির কুমার নায়েক পিতা- সতীশ চন্দ্র নায়েক, সাং - ছোট খাঁড়বান্ধি, পোঃ-খাঁড়বান্ধি, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম। গত ইংরেজী ২৩/১০/২০১৩ তারিখ হাওড়া জেলা সদর (D.S.R.) রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-1162 নম্বর Power of Attorney মূলে জনৈকা সৌমী চক্রবর্ত্তী স্বামী শ্রী দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, সাং- ১০/১০, সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জী রোড, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এর নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জী) পিতা - স্বর্গীয় শান্তি চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জী) এর নিকট হইতে গত ইংরেজী ১৯/০৮/২০২৬ ও ২০/০৮/২০২৬ তারিখ A.D.S.R., Jhargram রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত যথাক্রমে ১৭০০, ১৭০৭, ১৭১১ ও ১৭০৫ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে জেলা ও থানা ঝাড়গ্রামের অন্তর্গত ৭৩২ নং জে.এল. ভুক্ত বান্দারভুলা মৌজার, হাল ২ নং খতিয়ান ভুক্ত, হাল ৩৮ দাগে সর্ব্বমোট ৪১৬ ডেসিমেল, কালা দোয়েম শ্রেণী ভুক্ত জমির মধ্যে যথাক্রমে- ২.০৭, ২.০৬, ৪.২৩, ৩.৯৪ ও ৪.১৩ ডেসিমেল জমি, সর্ব্বমোট ১৬.৪৩ ডেসিমেল কালা দোয়েম শ্রেণীভূক্ত জমি খরিদ করিয়া, আমার উপরিউক্ত মোক্কেলগণ মিউটেশনের জন্য B.L. & L.R.O., Jhargram অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং যথাক্রমে MN/২০২৬/২২০৫/৪৯১৬, MN/২০২৬/২২০৫/৪৩৯০, MN/২০২৬/২২০৫/৪৩৮৪, MN/২০২৬/২২০৫/৪৯০৮, MN/২০২৬/ ২২০৫/৪৪৭৭। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। পরবর্তী আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

নিবেদন ইতি,
নীলেশ দাস,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী ভূপাল কৃষ্ণ দত্ত কর্তৃক শ্রীমতি তাপতী সাহার অনুকূলে ২৩.০৩.১৯৮৮ তারিখে সম্পাদিত একটি মূল বিক্রয় কোবালা হারিয়ে গেছে। উক্ত দলিলে মৌজা-গড়ফা, জে.এল. নং-১৯, তৌজি নং-১০, ১১, ১৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং হাল দাগ নং-১৪৬, হাল খতিয়ান নং-৬৩০-এর অধীন পি/ ৭ নং প্লটের ৩ কাঠা ২ ছটাক ২৬ বর্গফুট জমির মধ্যে প্রায় ১ কাঠা ৯ ছটাক ১৩ বর্গফুট জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এ.ডি.এস.আর.-শিয়ালদহ অফিসের এখতিয়ারভুক্ত এবং থানা-কসবা এলাকার অন্তর্গত। দলিলটি আলিপুর জেলা নিবন্ধক অফিসে নিবন্ধিত ছিল, যা ১৯৮৮ সালের ১ নং বইয়ে ৩৪১৯ নং দলিল হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। দলিলটি হারিয়ে যাওয়ায় আমার মক্কেল শ্রীমতি তাপতী সাহা ২৮.১০.২০২৬ তারিখে গড়ফা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন যাহার **জি.ডি.ই.** নং- ১৮৮৯। উক্ত দলিলটি কোনো ব্যাঙ্ক বা অন্য কোথাও বন্ধক রাখা হয়নি বা জমা দেওয়া হয়নি। যদি কোনো ব্যক্তি দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে তা আমাদের কাছে ফেরত দিন অথবা আমাদের জানান। এছাড়া, যদি কারো কোনো দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে তা জানাতে পারেন। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো দাবি আর গ্রহণ করা হবে না। রাহুল কুমার এ্যাডভোকেট ব্যারাকপুর আদালত মো ঃ ৯৮৩১৯০৬২৯২

আমার মক্কেল আকলিমা বিবি বিগত ইংরাজী ২০২৬ সালে ডিষ্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার-১, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫৭১৯ এবং ১৫৭২০ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, সেখ সালাউদ্দিনের নিকট হইতে খরিদ করেন। মৌজা-রঘুনাথপুর, জে.এল. নম্বর ১০, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নম্বর ১৬০০, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ৫১৫৮, শুনা জমির পরিমাণ ০৬ কাঠা ০১ ছটাক ০০ বর্গফুট এবং মৌজা-কুশাইগাছি, জে.এল. নম্বর ১৭, এল.আর. দাগ নম্বর ১৩৬৬ এবং ১৩৬৭, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ২২৪১, শালি জমির পরিমাণ ১০ শতক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে সেখ জালালকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহার নম্বর ৫৪৫০/ ২৫, যাহা ডি.এস.আর.-২, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রী হয়।

উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলটির নাম পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল. আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন। প্রসূন কুমার গুপ্ত এ্যাডভোকেট F/998/875/99

এতদ্বারা জানানো যায় যে মহঃ হাসমুদ্দিন, পিতা- মহঃ সফি, ঠিকানা- ১৭/ ১, নর্থ গোয়ালপাড়া, পোঃ- এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২১ এর পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে, মহঃ আজাদ, পিতা- মহঃ সফুর, ঠিকানা-১৪/১, এস.এম. বাই লেন, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২, ইং. ১০.১১.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর I-৩৯২৭/ ২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে এবং বসন্ত ঘোষ, পিতা- মৃত কেবল চন্দ্র ঘোষ, ঠিকানা-খুড়িগাছি, পোঃ সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন কোড নং-৭১২২২১ ইং. ০৭.০৫.২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর আমমোক্তার দলিল নং IV-১৪৪/ ২০১৩ মূলে ১) মহম্মদ ওবেইদুল্লাহ, পিতা-আবদুল্লাহ, ২) সঈদা বেগম, স্বামী-আবদুল্লা, ঠিকানা-১৩/ ২৩, ডালহৌসি কুলি লাইন, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন কোড নং-৭১২২২২, জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং-২০, মৌজা-খুড়িগাছি, আর.এস. খতিয়ান নং-১৬১, আর.এস. দাগ নং-১০৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৩১, এল.আর. দাগ নং-১০৯০, জমির পরিমান ০২ কাঠা, শ্রেনী-কলাবাগান এর পরিপ্রেক্ষিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার (দুইটির) দলিল সংক্রান্ত কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে ১ মাস সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। বিনীত মহঃ ওবেইদুল্লাহ ও সঈদা বেগম

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মোক্কেল (১) শ্রীমতী মৃন্ময়ী মাহাত, স্বামী- শ্রী দিলীপ কুমার মাহাত, সাং- দেউলী, পোঃ- খাঁড়বান্ধি, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (২) শ্রী প্রশান্ত মাহাত, পিতা-শ্রী গোপাল মাহাত, সাং- কাঁশবহাল, পোঃ- জিতান, থানা-বান্দোয়ান, জেলা-পুরুলিয়া, (৩) শ্রী স্বপন সরেন, পিতা- দাখিন সরেন, সাং- মুরুনিয়া, পোঃ- খাঁড়বান্ধি, থানা-বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৪) শ্রী জয়দীপ মাইতি (৫) শ্রীমতী পূজা মাইতি, উভয় পিতা- শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি, উভয় সাং- ডুমুরিয়া, পোঃ- ধুমসাই, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৬) শ্রীমতী সুমিতা মাহাত, স্বামী- শ্রী জগদীশ মাহাত, সাং- সিজুয়া, পোঃ- কানিমহুলী, থানা-জাম্বনী, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৭) শ্রী শিশির কুমার নায়েক পিতা- সতীশ চন্দ্র নায়েক, সাং - ছোট খাঁড়বান্ধি, পোঃ-খাঁড়বান্ধি, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম। গত ইংরেজী ২৩/১০/২০১৩ তারিখ হাওড়া জেলা সদর (D.S.R.) রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-1162 নম্বর Power of Attorney মূলে জনৈকা সৌমী চক্রবর্ত্তী স্বামী শ্রী দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, সাং- ১০/১০, সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জী রোড, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এর নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জী) পিতা- স্বর্গীয় শান্তি চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জী) এর নিকট হইতে গত ইংরেজী ১১/০৬/২০২৬ তারিখ A.R.A.-IV, Kolkata রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত যথাক্রমে ৭২৪২, ৭২৪৩, ৭২৪৪, ৭২৪৫, ৭২৪৬ ও ৭২৪৭ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে জেলা ও থানা ঝাড়গ্রামের অন্তর্গত ৭৩২ নং জে.এল. ভুক্ত বান্দারভুলা মৌজার, হাল ২ নং খতিয়ান ভুক্ত, হাল ৩৮ দাগে সর্ব্বমোট ৪১৬ ডেসিমেল, কালা দোয়েম শ্রেণী ভুক্ত জমির মধ্যে যথাক্রমে- ৪.৫৮, ৪.১৩, ৪.৪২, ২.৪৮, ২.৪৮, ৪.১৩ ও ৪.৬৩ ডেসিমেল জমি, সর্ব্বমোট ২৬.৮৫ ডেসিমেল কালা দোয়েম শ্রেণী ভুক্ত জমি খরিদ করিয়া, আমার উপরিউক্ত মোক্কেল মিউটেশন জন্য B.L. & L.R.O., Jhargram অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং যথাক্রমে MN/2026/2205/5269, MN/2026/2205/4422, MN/2026/2205/4913, MN/2026/2205/4914, MN/2026/2205/4915, MN/2026/2205/4432, MN/2026/ 2205/4429। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। পরবর্তী আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

নিবেদন ইতি,
নীলেশ দাস,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of Learned Civil Judge, Senior Division, Ranaghat, Nadia.
Title Suit No- 227 of 2022
Plaintiffs :- Pushpalata Mandal - Versus - Defendant :- Ganesh Mandal & Oth.
4) Rita Mondal, W/o-Lt Kartick Mandal, Residing at Forestdanga, P.o- Swarupganj, P.S.-Nabodwip, Dist.-Nadia, Pin-741315.
এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত বাদী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া অত্র আদালতে একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র মোকদ্দমায় আপনার নাম ৪ নং বিবাদী হিসাবে নথিভুক্ত আছে, অত্র নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার কোন ওজর বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত থাকিয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।
Schedule: Dist. Nadia, P.S Santipur, J.L No-9, Mouza- Saguna.

Khatian No.	Plot No.	Area
1) 3752	821	66 Dec. of Land
2) 3738	829	8 Dec. of Land out of 24 Dec.
	830	15 Dec. of Land out of 45 Dec.
	831	11.34 Dec. of Land out of 34 Dec.
		Total-100.34 Dec. of Land.

অদ্যই অত্র আদালতে শিলমোহর যুক্তমতে দেওয়া হইল।
আদেশানুসারে
Bimal Kumar Adhikary, সেরেস্তাদার
রানাঘাটের সিভিল জজ (সিনিঃ ডিভিঃ) আদালত, নদীয়া
রানাঘাট, নদীয়া। 20.02.2026

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিং অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

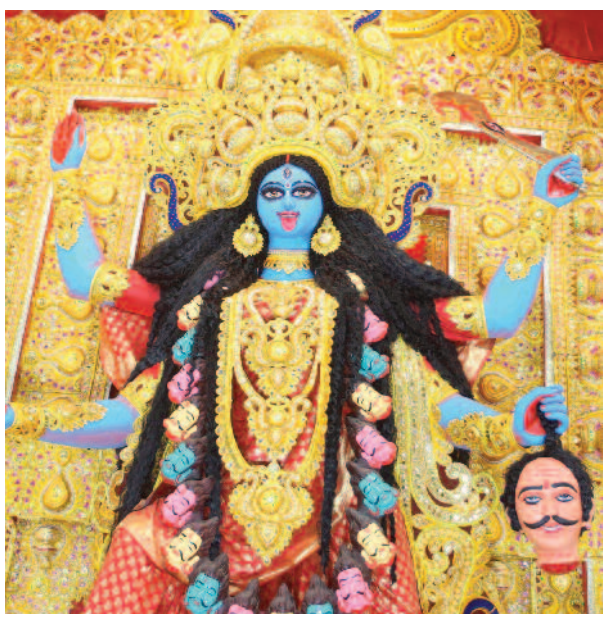
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ২০২৬, ২০ কার্তিক ১৪৩৩, শনিবার

আলোর উৎসবে সামিল মহানগর...



জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতির প্রতিমা।



কলিন স্ট্রিট যুবকবৃন্দ ক্লাবের শ্যামাপুজোর উদ্বোধনে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।



মাকে নিয়ে বাড়ির পথে ভক্ত। ছবি: অদিতি সাহা

বিজেপির আমলে রাজ্যে শিল্পায়নের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে বৃহৎ শিল্পায়নের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, ৪ মে-র পর রাজ্যে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটেছে, তা দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন, তাকে স্বাগত জানিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি ও শিল্পবান্ধব পরিবেশের ঘাটতি ছিল, সেই কারণে দেশ-বিদেশের অনেক বিনিয়োগকারী রাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে বর্তমান সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছায় সেই বন্ধ্যাত্ব কেটেছে বলে এদিন তিনি দাবি করেন। সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ডের মতো বড় সংস্থার গাড়ি কারখানা তৈরির সম্ভাবনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ডেটা সেন্টার ও



সেমিকন্ডাক্টর খাতের একাধিক প্রস্তাব ইতিমধ্যে আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গ একদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে, অন্যদিকে নদী, সমুদ্রবন্দর ও তিনটি আন্তর্জাতিক সীমানা পরিবেষ্টিত হওয়ায় এখানে বড় শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা আছে। অতীতে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে যে জটিলতা ও পরিকাঠামোগত বাধা ছিল, বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র চাষিদের স্বার্থরক্ষা করে এবং আইনি জটিলতা নিরসন করে একটি দূরদর্শী জমি ও শিল্পনীতি বাস্তবায়নের কাজ করছে। একই সঙ্গে কারখানার বাইরে যে কোনও ধরনের বলপূর্বক তোলাবাজি বা সিন্ডিকেট রাজ রুখতে প্রশাসন সম্পূর্ণ 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলছে বলেও তিনি কড়া বার্তা দেন।

রাজ্যে শিল্পের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতি নিয়েও এদিন সরব হন শমীক ভট্টাচার্য। দেশের সংসদে বিরোধী দলগুলির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধি রাজপথে কোনও শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে সংসদের অধিবেশন ব্যাহত করছেন। রাজনৈতিক ও সংসদীয় গঠনমূলক আলোচনায় অংশ না নিয়ে বারবার সংসদীয় প্রথা অমান্য করার এই সংস্কৃতি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী বলেই শুক্রবার দাবি করেন শমীক। এতে জনগণের বিপুল রাজস্বের অপচয় হচ্ছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এনজিও-র আড়ালে কালো টাকা সাদা করতেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল ও ধ্রুবজ্যোতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাস বিক্রির তদন্তে নেমে একে একে সামনে আসছে আরও বিস্ফোরক সব তথ্য। তাতে দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির জাল ছড়িয়ে পড়েছে আরও গভীরে। শহর জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা এই কাণ্ডে এবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ধ্রুবজ্যোতি বসুর নাম ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল লালবাজারের তদন্তকারীদের হাতে। পুলিশ সূত্রের দাবি, পাস বিক্রির এই ইন্দ্রজালে সাবেক মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের অন্যতম প্রধান 'ডানহাত' হিসেবে কাজ করছিলেন ধ্রুবজ্যোতিই। গোয়েন্দাদের নজর এড়ায়নি একের পর এক সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনও।



লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সম্প্রতি 'থার্ড লাইন এ ক্রিয়েশন' নামে একটি বেসরকারি সংস্থার সন্ধান পান তদন্তকারীরা। নথিপত্র ঘেঁটে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই সংস্থার মূল কাণ্ডারী হলেন ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ। অভিযোগ, এই সংস্থাকে আড়াল করেই প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা দুটি আলাদা সংস্থায় দফায় দফায় মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা পাঠানো হয়। দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা হস্তান্তরের জন্য এই পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল বলেই ধারণা লালবাজারের গোয়েন্দাদের।

নথিভুক্ত অলাভজনক সংস্থা অর্থাৎ এনজিও-র আড়ালে 'মাস আর্ট সোসাইটি'-র অ্যাকাউন্টে ধ্রুবজ্যোতির সংস্থা থেকে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, মাস আর্ট সোসাইটির সম্পাদক এবং অন্যতম প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন স্বয়ং ধ্রুবজ্যোতি। লালবাজারের দাবি, এনজিও-র নাম ভেঙে মূলত ইন্দ্রনীলের হিসাববহির্ভূত 'কালো টাকা' আইনি উপায়ে সাদা করার ছক কষা হয়েছিল। অভিযোগের পাহাড় এখানেই শেষ নয়। তদন্তকারীদের দাবি, ইন্দ্রনীল সেন যখন রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁর প্রভাব খাটিয়ে ধ্রুবজ্যোতির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে একের পর এক সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়া হয়। লালবাজার সূত্রের খবর, তৎকালীন সময়ে ৫০ বারেরও বেশি টেন্ডার পেয়েছে ধ্রুবর সংস্থা। সব মিলিয়ে সরকারি কোষাগার থেকে মোট ৫০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার সাব-কন্ট্রাক্ট তুলে দেওয়া হয়েছিল ধ্রুবজ্যোতির হাতে।

এদিকে গত ৪ নভেম্বর দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি মামলায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে ধ্রুবজ্যোতি বসুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন। ধ্রুবজ্যোতিকে লাগাতার জেরা করে আরও সব তথ্যের খোঁজ পাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

রাজ্যে নতুন রেকর্ড গড়ে বাড়ল কালীপুজোর সংখ্যা, ছাপিয়ে গেল নজিরবিহীন দুর্গাপুজোর পরিসংখ্যানকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর চলতি বছর রাজ্যে উৎসবের মানচিত্রে এক নতুন ইতিহাস তৈরি হল। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (আইবি)-র সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এবার রাজ্যে কালীপুজোর সংখ্যা গত মাসের দুর্গাপুজোর মোট সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের এলাকার বাইরে জেলাগুলির হিসেব ধরলে, এ বছর রাজ্যে সর্বমোট ৭২ হাজার ৬০৯টি কালীপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য গোয়েন্দা রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, এই বছর রাজ্যে নতুন করে আরও ৬৪১টি কালীপুজো কমিটি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সুন্দরবন পুলিশ জেলাতেই এবার প্রথমবার ২১৩টি নতুন পুজো হচ্ছে। এই বছর সেখানকার মোট পুজোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯৩১টি। রাজ্যে সামগ্রিক কালীপুজোর সংখ্যার বিচারে রাজ্যের সব জেলার মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে পূর্ব বর্ধমান। সেখানে এবার মোট ৮ হাজার ৬৮২টি পুজো হচ্ছে, যার মধ্যে নতুন পুজো হচ্ছে ১৪টি। অন্যদিকে, প্রতিবেশী জেলা পশ্চিম বর্ধমানে পুজোর সংখ্যা ২ হাজার ৩২৭টি হলেও সেখানে নতুন কোনও কমিটি যুক্ত হয়নি। শুধুমাত্র আসানসোল শহরেই পুজো হচ্ছে ১,৬৭১টি।

তবে জাঁকজমক ও বড় বাজেটের পুজোর নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। সেখানে এই বছর ১৫৬টি বড় বাজেটের পুজো হচ্ছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে বীরভূম জেলা, সেখানে এই সংখ্যাটি ১২৫ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯৬টি। এছাড়া পশ্চিম বর্ধমানে ৩৪টি বড় বাজেটের পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার থেকেই গোটা রাজ্যে উৎসবের পারদ চড়তে শুরু করেছে এবং দর্শকদের জন্য মণ্ডপগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার চারটি বড় পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উৎসবের দিনগুলিতে ভিড় সামাল দিতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ মহলের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ও আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও এই বছর আইবি-র এই নজিরবিহীন পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, বাংলার আবহমান সংস্কৃতির প্রধান শক্তির উৎসব দুর্গাপুজোর পাশাপাশি এবার রাজ্যজুড়ে কালীপুজোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দখল বেআইনি হলেও ইচ্ছামতো উচ্ছেদ নয়, কড়া বার্তা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি প্রকল্প বা জনস্বার্থের কাজ হোক, দেশের প্রচলিত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাউকে হঠাৎ করে বা ইচ্ছামতো উচ্ছেদ করা যায় না। দখলদারি বেআইনি হলেও কাউকে সরাতে হলে সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া মেনেই এগোতে হবে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁয় 'ল্যান্ড পোর্ট' বা স্থলবন্দর নির্মাণ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে চলা মামলায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'কেউ ছোট ঝুপড়িতে থাকুন বা বড় প্রাসাদে, প্রত্যেকেরই সমান আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে ঝুপড়িবাসীদের সুরক্ষার বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কারণ, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো অন্য কেউ নাও থাকতে পারেন। ওই মানুষগুলির ভরসার একমাত্র জায়গা আদালত।' আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, মানুষদের সরাতে প্রশাসন চাইলেই বুলডোজার নিয়ে চলে যেতে পারে না। উল্লেখ্য, বংশানুক্রমে বাস করলেও অনেক চা শ্রমিকের কাছেই জমির পাট্টা না থাকায় এবং ক্ষতিপূরণের স্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্দোলন এখনও থামেনি। প্রসঙ্গত, স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁয় চা বাগানের জমিতে একটি স্থলবন্দর তৈরি করতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতেই সেখানকার বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দা বিপাকে পড়েন। অভিযোগ ওঠে, উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ না দিয়েই সেখান থেকে শ্রমিক ও বাসিন্দাদের জোর করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। রাজ্যের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় 'পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতি'। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, ওই চা শ্রমিকেরা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই এলাকায় বসবাস ও কাজ করে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁদের উচ্ছেদের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এর প্রতিবাদে গত জুলাই মাস থেকেই দফায় দফায় প্রকল্প এলাকায় ধর্না ও আন্দোলন শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সুমিতের জামিনের আবেদনে সাড়া দিল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলির আবহেও জেলেই কাটাতে হবে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে। উৎসবের মুখে জামিনের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও, আপাতত সেই আবেদনে সাড়া মিলল না। আদালতের স্পষ্ট বার্তা, পুজোর ছুটির পর নিয়মিত বেঞ্চ খুললেই এই মামলার শুনানি হবে। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজো এবং কালীপুজো উপলক্ষে বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের নিয়মিত কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। জরুরি মামলাগুলির শুনানির জন্য গঠিত হয়েছে বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ। শুক্রবার সেই বেঞ্চেই শুনানির জন্য ওঠে সুমিত রায়ের জামিনের মামলা। শালবনিতে জমি দুর্নীতি কাণ্ডে নাম জড়ানোর পর থেকেই আইনি সমস্যায় সুমিত। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে আইনি লড়াইয়ের পর, এর আগে আগাম জামিনের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। কিন্তু শীর্ষ আদালতে



সেই আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পরেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সেই গ্রেপ্তারির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ এবং জামিনের আকুতি জানিয়ে পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন অভিযুক্তের আইনজীবীরা।

এদিন অবকাশকালীন বেঞ্চে সুমিত রায়ের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী তথা রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। আদালতে তিনি জোরালো সওয়ালে জানান, প্রায় পাঁচ বছরের পুরনো একটি মামলায় তাঁর মক্কেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই পুরো পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সওয়াল করেন অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার। তিনি আদালতকে জানান, এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া বর্তমানে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তদন্তকারীদের হাতে ইতিমধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি এসেছে। এই মুহূর্তে অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত হলে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজ্য। যদিও আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ছুটির মেজাজ কেটে যাওয়ার পর নিয়মিত বেঞ্চ খুললে তবেই এই মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি ও বিচার হবে।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
National Standards Body of India

শুধু কেনাকাটা নয়,
নিরাপদে কেনাকাটা করুন

আজ আপনার সঠিক পছন্দ
আগামীকাল আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে

IS XXXX — ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নম্বর

CM/L XXXXXXXXXX — উৎপাদকের বাধ্যতামূলক ১০ অঙ্কের লাইসেন্স নম্বর

নকল আইএসআই চিহ্ন থেকে সাবধান!

CBC 08103/13/0005/2627



কোনও পণ্যের গুণমান চিহ্নের সত্যতা যাচাই করতে বিআইএস কেয়ার অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
পণ্য বা এর প্যাকেজিংয়ে মুদ্রিত আইএসআই চিহ্নের ঠিক নীচে বা পাশে থাকা অনন্য সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স (CM/L) নম্বর বা ১০-অঙ্কের লাইসেন্স নম্বরটি খুঁজুন।

Follow us on: @Indianstandards

Google Play App Store

সম্পাদকীয়

তৃণমূল আমলের শিক্ষাদানের নামে ডিগ্রি বিক্রির দোকানের রমরমা এবার শেষ হোক

তৃণমূল আমলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার কী হাল হয়েছিল সেটা মোটামুটি আমাদের জানা। শিক্ষক পদের চাকরি বিক্রি করে গোটা রাজ্যের স্কুলগুলি অযোগ্য শিক্ষকে ভরে গিয়েছিল। এই রাজ্যে সিপিএম আমলেই শিক্ষায় রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল। তার সর্বোচ্চ রূপ আমরা দেখেছি অনিলায়নের মাধ্যমে। তারপর এল তৃণমূল কংগ্রেস। যারা সমস্ত ব্যবস্থাটাকে দলের কুক্ষিগত করতে গিয়ে কার্যত তুলে দিতে বসেছিল। ফলে গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে পঙ্গুত্বের পথে এগিয়ে গিয়েছে বিদ্যাসাগরের মাটির শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে ২০২৬-এ সরকারে আসা বিজেপির কাছে আগাগোড়া এই কাজটা ছিল বড়সড় চ্যালেঞ্জ। গত পাঁচ মাসে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে তারা তৈরি। আর সেটা যে নেহাতই একটা কথা নয়, সেটা কাজে করে দেখাতে শুরু করে দিয়েছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষাদানের পরিবেশ ও উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় রাজ্যের ২৬৭টি কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া ভর্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে শিক্ষা দফতর। এই তালিকায় রয়েছে বিএড, পলিটেকনিক, আইটিআই ও ফার্মা কলেজের নাম। এই নিয়ে হইচই হলেও উচ্চশিক্ষা দফতর সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যে কলেজগুলিতে ভর্তি বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলোর কোথাও পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামোও। তাই এই কলেজগুলিতে নতুন বর্ষে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় গুণমানের পরীক্ষায় ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হলে তবেই ভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে। এই নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, কোনও কলেজের অনুমোদন আমরা বাতিল করতে চাই না। তাদের আমরা আগামী শিক্ষাবর্ষের মধ্যে পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের গুণগত মান বৃদ্ধি করার সুযোগ দিয়েছি। এই সব উন্নতি হলে পরের সেশনে আমরা ভর্তির অনুমতি দেবো। এই কলেজগুলির অধিকাংশেরই অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল আমলে। বাস্তবে কলেজগুলির যা অবস্থা তাতে এগুলিকে কলেজ না বলে ডিগ্রি বিক্রির দোকান বলা যায়। এই অবস্থা কোনওমতেই চলতে দেওয়া যায় না, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

শব্দছক ৩০৪

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. দাঁত ২. দুপুরবেলা ৪. বুনো ওলের প্রতিপক্ষ য তেঁতুল ৬. মাখন ৮. বাঘের প্রিয় খাদ্য-জন্তু ১০. দময়ন্তীর দোসর ১১. মর্ম-এর কাব্যরূপ ১২. সুব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিপালন ১৪. বড় দীঘি ১৬. বিদ্বান লোক ১৭. জলপূর্ণ বা জলে ব্যাপিত ১৯. নতুন ২০. পৃথিবী পৃষ্ঠের এক গুরুত্বপূর্ণ শিলা ২১. স্বেচ্ছায় স্বত্ব ত্যাগ করে অপরকে অর্পণ

ওপর-নিচ: ১. রাবণ রাজা ২. যার দুই ঘাত আছে ৩. বিষ্ণু ও শিবের একাঙ্গীকরণ ৪. হিতকারী কথা ৫. প্রতিজ্ঞা ৭. ক্ষমতাবান ৯. হালকা বৃষ্টির ভাব শব্দ ১৩. সমসাময়িক সময় ১৫. লয় বা ছন্দ নেই যখন ১৬. গোড়া-র বিপরীত ১৭. পিতা ১৮. শ্রীরামচন্দ্রে-র এক পুত্র

সমাধান ৩০৩ — পাশাপাশি: ১. বিপদ ৩. দর্শিত ৫. শবর ৬. রাজা ৮. শরম ১০. দশ ১১. বস্তুকণিকা ১৪. দানসাগর ১৬. পল ১৭. ফটক ১৯. মামা ২১. দালাল ২২. সদবা ২৩. কন্দর

ওপর-নিচ: ১. বিনাশ ২. দশম ৩. দরদস্তুর ৪. তরা ৭. জালিকা ৯. রন্ধন ১১. শক ১২. বগলদাবা ১৩. নিপাট ১৪. দামামা ১৫. সাপ ১৭. ফলক ১৮. কবর ২০. মাস

আজকের দিন



■ **১৯২৯** — নিউ ইয়র্ক সিটিতে মোমা আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়।

■ **২০০৯** — যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ২২০-২১৫ ভোটে স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার বিষয়ক একটি ব্যাপক আইন পাস করে।

জন্মদিন



সিভি রমন

১৮৮৮ বিশিষ্ট নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সিভি রমনের জন্মদিন।

১৯৫৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কমল হাসানের জন্মদিন।

১৯৭১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর জন্মদিন।

দীপাবলির আলোয় অশুভ বিনাশের আহ্বান
শক্তির আরাধনায় মহিমান্বিত কালীপুজো

বেবি চক্রবর্তী



ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ও বর্ণময় উৎসব দীপাবলি। আলোর উৎসব হিসেবে পরিচিত এই পার্বণ সারা দেশে বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। কোথাও দীপাবলি ভগবান রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়, কোথাও আবার লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বাংলায় দীপাবলি মূলত কালীপুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কার্তিক মাসের অমাবস্যার অন্ধকার রাতে বাংলার ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে, মন্দিরে মন্দিরে পূজিতা হন দেবী দক্ষিণাকালী। আকাশে আতশবাজির আলো আর মাটিতে প্রদীপের সারি মিলিয়ে তৈরি হয় এক অপূর্ব উৎসবের আবহ। কিন্তু প্রশ্ন হল, দীপাবলির সঙ্গে কালীপুজোর সম্পর্ক কোথায়? কেন বাংলায় দীপাবলির দিন দেবী লক্ষ্মীর পরিবর্তে প্রধানত দেবী কালীর আরাধনা করা হয়? এর পেছনে রয়েছে পুরাণ, তন্ত্রসাধনা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক দীর্ঘ ইতিহাস।

'দীপাবলি' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'দীপ' এবং 'আবলি' শব্দ থেকে। 'দীপ' অর্থ প্রদীপ এবং 'আবলি' অর্থ সারি। অর্থাৎ দীপাবলি মানে প্রদীপের সারি। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। অমাবস্যা মানেই চাঁদহীন রাত, ঘন অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের বুকেই অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে মানুষ যেন আলোর জয়গান করে।

ভারতীয় দর্শনে আলো কেবল বাহ্যিক উজ্জ্বলতার প্রতীক নয়। আলো জ্ঞান, শুভবুদ্ধি, আশা, সত্য এবং আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক। অন্যদিকে অন্ধকারকে ধরা হয় অজ্ঞান, ভয়, হতাশা ও অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে। তাই দীপাবলির মূল তাৎপর্য হল অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ, অশুভ থেকে শুভের পথে যাত্রা। বাংলায় এই আলোর উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবী কালীর আরাধনা। কারণ দেবী কালী হলেন অশুভ শক্তির বিনাশকারী, অন্ধকারের মধ্যেও জাগ্রত মহাশক্তির প্রতীক। তাঁর আরাধনার মধ্য দিয়েই মানুষ ভয়, অজ্ঞান ও অশুভ প্রবৃত্তিকে জয় করার সংকল্প গ্রহণ করে।

হিন্দু পুরাণে দেবী কালীকে আদ্যাশক্তির এক ভয়ংকর অথচ কল্যাণময় রূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মহাকালীরূপে সময়ের অধিষ্ঠাত্রী, আবার অসুরবিনাশিনী হিসেবেও পূজিতা। দেবী কালীর কৃষ্ণবর্ণ রূপ, মুক্তকেশী মূর্তি, গলায় মুণ্ডমালা এবং হাতে অস্ত্র; সবকিছুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে গভীর প্রতীকী অর্থ।

পুরাণের কাহিনি অনুসারে, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও রক্তবীজের মতো অসুরদের বিনাশের জন্য দেবী দুর্গার শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী কৌশিকী ও কালিকা। বিশেষত রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধে দেবী কালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়লেই অসংখ্য নতুন অসুরের জন্ম হতো। দেবী কালী তাঁর রক্ত পান করে সেই অসুরের বংশবিস্তার রোধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করেন। এই কাহিনি কেবল পৌরাণিক যুদ্ধের বিবরণ নয়। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অশুভ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির সংগ্রামের দর্শন। মানুষের মনের মধ্যেও লোভ, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা ও হিংস্রতার মতো অসুরসুলভ প্রবৃত্তি বাস করে। দেবী কালীর আরাধনার মাধ্যমে মানুষ সেই অন্তরের অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার প্রার্থনা জানায়।

দেবী কালীর সঙ্গে অমাবস্যা তিথির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বিশেষত তন্ত্রসাধনায় অমাবস্যার রাতকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শাক্তধর্মে দেবী কালী হলেন পরমব্রহ্মের শক্তিরূপ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিষ্ঠাত্রী।তন্ত্রমতে, অমাবস্যার অন্ধকার রাত সাধনার এক বিশেষ সময়। এই অন্ধকারের মধ্যেই সাধক পরমশক্তির উপলব্ধির চেষ্টা করেন। শ্মশান, নিশীথকাল এবং অমাবস্যা;এই তিনটি বিষয় কালীতন্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। তবে দেবী কালী কেবল তান্ত্রিক সাধকদের আরাধ্য নন; তিনি সাধারণ মানুষেরও মা। ভক্তের কাছে তিনি ভয়ংকরী নন, বরং স্নেহময়ী মাতৃরূপে আবির্ভূতা।

অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবী কালীর আরাধনা করার মধ্যে তাই রয়েছে এক গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। মানুষ বিশ্বাস করে, মায়ের কৃপায় জীবনের সমস্ত অন্ধকার, বিপদ, বাধা ও অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটবে।

বাংলায় কালীপুজোর প্রচলন ও প্রসারের ইতিহাসে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকবিশ্বাস ও প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, ষোড়শ শতকে নদিয়ার নবদ্বীপের এই সাধক দেবী কালীর মাতৃরূপের একটি জনপ্রিয় মূর্তিকল্পনা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে এই মূর্তিরূপ বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করে।

আবার বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণের ধারার মধ্যে কালীপুজো একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতকে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় কালীপুজোর ব্যাপক প্রসার ঘটে বলে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। জমিদারবাড়ি, রাজবাড়ি এবং বনেদি পরিবারগুলিতে ধীরে ধীরে জাঁকজমকপূর্ণ কালীপুজোর প্রচলন বৃদ্ধি পায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালীপুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।



ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দীপাবলির দিন দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই দিনটি লক্ষ্মীপুজো, ধনতেরাস এবং ব্যবসায়িক নতুন বছরের সূচনার সঙ্গে যুক্ত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, সমুদ্র মন্থনের সময় কার্তিক অমাবস্যায় দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই এই তিথিতে তাঁর পূজা করলে সংসারে ধনসম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।

বাংলায় অবশ্য কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর বিশেষ প্রচলন রয়েছে। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা বাংলার ঘরে ঘরে হয়। ফলে কার্তিক অমাবস্যার দীপাবলিতে বাংলার প্রধান আরাধ্য দেবী হয়ে উঠেছেন কালী।

তবে এর অর্থ এই নয় যে বাংলায় দীপাবলিতে লক্ষ্মীপুজো হয় না। অনেক পরিবারে কালীপুজোর পাশাপাশি লক্ষ্মী, গণেশ এবং অন্যান্য দেবদেবীরও আরাধনা করা হয়। আবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দীপাবলির ধর্মীয় তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কিত।

কালীপুজোর রাতে বাংলার ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর একটি বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। মাটির প্রদীপ, মোমবাতি, আলোকসজ্জা;সব মিলিয়ে অমাবস্যার রাত হয়ে ওঠে আলোকোজ্জ্বল।এই প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে রয়েছে শুভশক্তিকে আহ্বান করার বিশ্বাস। অনেকে মনে করেন, প্রদীপের আলো ঘরের অন্ধকার দূর করার পাশাপাশি মানুষের মনের অন্ধকারও দূর করার প্রতীক। পুরাণের ভাষায়, দেবী কালী অশুভ শক্তির বিনাশ করেন, আর দীপাবলির আলো সেই বিজয়ের আনন্দকে প্রকাশ করে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই দিন চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানোর রীতি রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে চোদ্দো পুরুষের স্মরণ এবং চোদ্দো শাক খাওয়ার ঐতিহ্য। আবার ভূতচতুর্দশী ও কালীপুজোর মধ্যবর্তী সময়ে বাড়িতে আলো জ্বালিয়ে অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার লোকবিশ্বাসও প্রচলিত।

বাংলার কালীপুজো এবং দীপাবলি একে অপরের পরিপূরক। একদিকে দেবী কালীর আরাধনা, অন্যদিকে অন্ধকারের মধ্যে আলোর উৎসব। এই দুইয়ের মিলনেই বাংলার কার্তিক অমাবস্যা পেয়েছে এক স্বতন্ত্র পরিচয়। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি, পারিবারিক মিলন, আনন্দ এবং নতুন আশার বার্তা। মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী কালীর প্রতিমা দর্শন, মন্দিরে পুজো, বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্বলন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া;সব মিলিয়ে বাংলার দীপাবলি এক বিশেষ আবেগের নাম।তবে উৎসব পালনের ক্ষেত্রে পরিবেশের কথাও মাথায় রাখা জরুরি। অতিরিক্ত শব্দবাজি ও দূষণ মানুষের পাশাপাশি পশুপাখি এবং প্রকৃতির ক্ষতি করে। তাই প্রদীপ, পরিবেশবান্ধব আলো এবং সীমিত শব্দের মাধ্যমে উৎসব পালন করাই হওয়া উচিত আমাদের অঙ্গীকার।

দীপাবলিতে বাংলায় কালীপুজো পালনের পিছনে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, শাক্ত ঐতিহ্য, তন্ত্রসাধনা এবং বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ভারতের অন্য প্রান্তে যেখানে দীপাবলি রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কিংবা দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার সঙ্গে যুক্ত, সেখানে বাংলায় এই দিনটি প্রধানত মহাশক্তি দেবী কালীর পূজার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

আসলে দীপাবলি ও কালীপুজোর অন্তর্নিহিত বার্তা একই;অন্ধকারের বিনাশ এবং আলোর প্রতিষ্ঠা। দেবী কালী আমাদের শেখান অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, আর দীপাবলির প্রদীপ মনে করিয়ে দেয়, যত গভীর অন্ধকারই হোক না কেন, একটি ছোট্ট আলোর শিখাও তাকে পরাস্ত করতে পারে।

তাই কালীপুজোর রাতে যখন অমাবস্যার আকাশ প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তখন তা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবের উদ্‌যাপন থাকে না। হয়ে ওঠে মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে নতুন আলোয়, নতুন আশায় এবং শুভবোধে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক চিরন্তন আহ্বান।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সবাই প্রশংসা করতে পারে না, সব প্রশংসা নেওয়াও যায় না। অনুরাগীর প্রশংসায় অন্ধত্ব থাকে, অনুগতের আনুগত্য। শত্রুর প্রশংসায় সন্দেহ জাগে।

কৌট-জানকৌট



বাড়ি তৈরি করছেন আপনি। আর কেউ এসে বলবে, তাঁর থেকে সিমেন্ট-বালি নিতে হবে, টাকা দিতে হবে, আমি অমুক ক্লাবের। এই ধরনের আচরণ বাংলায় কিংবা নোয়াপাড়ায় বরদাস্ত করা হবে না। কেউ তোলাবাজি করতে এলে ছবি তুলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ব্যবস্থা আমরা নেব।

অর্জুন সিং, পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আগামী মার্চের মধ্যেই পরিষেবা চালু হবে গোবরডাঙা হাসপাতালে

কালীপুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মছলন্দপুর: 'গোবরডাঙা হাসপাতালে পরিষেবা চালু হবে আগামী মার্চের মধ্যে।' কালীপুজো উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণায় খুশি বাসিন্দারা। তিনি আরও বলেন, '৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আড়াই লক্ষ শরণার্থীকে সিএএ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।' একইসঙ্গে গোবরডাঙার বাসিন্দাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, রাজ্যের বেশ কয়েক জায়গার পাশাপাশি শুক্রবার দুপুরে প্রথমে চাঁদপাড়া অভয় লায়ন্স এবং পরবর্তীতে মছলন্দপুর এলাকায় 'ত্রিমূর্তি' নামে একটি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নতুন সরকারের আসার পর না চাইতেই অনেক কিছু দিয়েছেন বাকি দাবিও মেনে নেওয়া আশ্বাস দিয়েছেন ফলে উচ্ছ্বাসিত বনগাঁ ব্লকের বিডিসি কর্মীরা। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ায় পূজা মণ্ডপের সামনে প্লাকার্ড হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন বিডিসি কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, বিগত সরকারের কাছে বহুবার দাবি করেছিলেন তারা, কিন্তু কি কারণে তাদের দাবি পূরণ হয়নি তারা জানেন না। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী কিছু না চাইতেই তাদেরকে টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাকি দাবিও পূরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী আসতেই পদ্মফুল হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপস্থিত বিডিসি কর্মীরা। চাঁদপাড়া অভয় লায়ন্স অস্থায়ী মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন মতুয়াদের উন্নয়নের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। খুব দ্রুত হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর ইউনিভার্সিটি পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি হবে। চাঁদপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বড়মা বীণাপানি দেবীর নামে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হবে। এছাড়াও মছলন্দপুর ত্রিমূর্তি কমিটির উদ্বোধনে এসে এদিনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ঠাকুরনগরে মতুয়াদের একাধিক উন্নয়নের কথা যেমন শোনালেন তেমনি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে আড়াই লক্ষ শরণার্থীদের সিএএ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে মাওবাদী, জঙ্গি, জেহাদি কমিউনিস্ট, দেমাগী নকশাল, জামাতি আরশোলা ও ছারপোকার থেকে দূরে থাকতে বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে এদিনের মঞ্চে বক্তৃতার শেষ মুহূর্তে এসে একটি ঘোষণায় সবাইকে চমকে দিলেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা গোবরডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতাল আগামী মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল রূপে চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এমনকি ৩০ বেডের হাসপাতাল ১০০ বেড করা হবে বলেও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।



কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানান, 'এর চাইতে আর ভালো কিছু হতে পারে উদ্বোধনে এসে প্রথমেই ঘোষণা করে দিলেন ১০০ বেডের গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল হবে। মানুষ পরিষেবা পাবে এর চাইতে আর বড় কি হতে পারেয? আগের মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতেন।' বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তাই করেন। আগামী বছর মার্চ এপ্রিলের মধ্যে এই হাসপাতাল হবে। আমরা বিগত দিনেও বলেছিলাম ক্ষমতায় আসলে হাসপাতাল মানুষের জন্য করব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা রেখেছেন।'

নরবলি থেকে রঘু ডাকাতের সাধনা

৫০০ বছরের রোমহর্ষক ইতিহাসে ঘেরা হুগলির সিমলাগড়ের দক্ষিণা কালীপুজো

বনস্পতি দে

সিমলাগড়: আলোর উৎসব দীপাবলি ও শ্যামাপূজায় মেতে উঠেছে গোটা রাজ্য। এর মধ্যেই হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার সিমলাগড়ের ঐতিহাসিক দক্ষিণাকালী মন্দির ও তাঁর পুজো ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ উন্মাদনা। প্রায় পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দিরের পুজো কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন বাংলার নানা রোমহর্ষক ও রহস্যময় ইতিহাস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানের এই জনবহুল এলাকা একসময় ছিল গভীর জঙ্গল ও শ্মশানে ভরপুর। শেরশাহের আমলে জিটি রোড তৈরিরও বহু আগে এখানে সাধনা শুরু হয়েছিল। জনশ্রুতি রয়েছে, প্রায় ৫০০ বছর আগে এক কাপালিক এই অঞ্চলের একটি পুকুরপাড়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে মা



কালীর আরাধনা করতেন।পরবর্তীতে এই স্থানটি কুখ্যাত ডাকাতদের আনাগোনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিংবদন্তি বলে তৎকালীন সময়ে প্রখ্যাত ডাকাতরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে এখানে পুজো দিত এবং একসময় এই মন্দিরে নরবলির মতো প্রথারও প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে তান্ত্রিক নটবর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এবং দেবীর কৃপায় সেই নরবলি প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। লোকমুখে শোনা যায়, স্বয়ং রঘু ডাকাতও নাকি এই মন্দিরে এসে মায়ের সাধনা করেছিলেন। কালের নিয়মে তালপাতার ছাউনি থেকে মন্দির আজ স্থায়ী রূপ নিয়েছে এবং মৃন্ময়ীর পরিবর্তে এখানে পূজিতা হন কষ্টিপাথরের দক্ষিণাকালী মূর্তি। তবে শতাব্দি প্রাচীন ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কালীপুজো উপলক্ষে অমাবস্যার রাত থেকেই এখানে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়ে মায়ের পুজো দেন। এই মন্দিরের পুজোয় বেশ কিছু অনন্য ঐতিহ্য রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতদের সূত্রে জানা যায়, দেবী দক্ষিণাকালী সন্দেশ অত্যন্ত পছন্দ করেন, তাই এটি এখানকার একটি প্রধান নৈবেদ্য। এ ছাড়া কালীপুজোর বিশেষ দিনে মাকে ১০৮ রকমের ভোগ ছাড়াও বিশেষভাবে পোনা মাছের পদ নিবেদন করা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই জাগ্রত মায়ের কাছে মানত করলে সমস্ত মনস্কামনাপূর্ণ হয়। মনস্কামনা পূরণের আশায় অনেক ভক্ত মন্দির চত্বরের গাছে ইটের টুকরো বা সুতো বেঁধে দিয়ে যান। হুগলির এই প্রাচীন ও রহস্যঘেরা সিমলাগড় কালীপুজো দেখতে প্রতিবছর শুধু স্থানীয় এলাকাবাসীই নন, বরং বর্ধমান, হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। সমস্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে মন্দির কমিটি এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসি-কাম-এসএআরসি (১০২৬৪) ৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ভুবনেশ্বর সিংহ রায়ের পুত্র শ্রী বিপ্লব সিংহ রায়, আমাদের এসবিআই আরএএসএমইসিসি -কাম-এসএআরসি, বর্ধমান ব্রাঞ্চ থেকে একটি এইচবিএল লোন নিয়েছিলেন, যার জন্য সিকিউরিটি নথির মধ্যে থাকা বর্ধমান এ.ডি.এস.আর.-এর কাছে রেজিস্ট্রিকৃত ২০০২ সালের ৫৯৯৮ নং মূল গিফট ডিডটি গত ১৮.০২.২০২৬ তারিখে আমাদের অফিস থেকে আমাদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে/মিসপ্লেস হয়ে গেছে। সম্পত্তির বিবরণ- জেলা-পূর্ব বর্ধমান, থানা-বর্ধমান, মৌজা-ইতলা, জে.এল.-৭৬, খতিয়ান নং-১১৯৫, এল.আর. প্লট নং-১৭১, শ্রেণী-বাস্তু, এলাকা-০.০৩ একর। উক্ত ডিড হারিয়ে যাওয়া/মিসপ্লেস হওয়ার বিষয়টি বর্ধমান পুলিশ স্টেশনে ২০২০ সালের ৩২৪৩ নং জি.ডি. হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। উপরোক্ত সম্পত্তি/ডিডের ওপর কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকা যেকোনো ব্যক্তি এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এমন কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

তারিখ : ০৬.১১.২০২৬ — আপনার বিশ্বস্ত
স্থান : আরএএসএমইসিসি বর্ধমান — এসবিআই, আরএএসএমইসিসি বর্ধমান ব্রাঞ্চ

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
(৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, সিআইটি স্কিম-৮এম কলকাতা-৭০০০৫৪। ই-মেইল sbi.15342@sbi.co.in

পাবলিক নোটিশ

শ্রী ভক্ত সরকার এবং গীতা সরকারের অনুকূলে ২৮/০৫/১৯৮৬ তারিখের মূল টাইটেল ডিড নং ২৪২৮/১৯৮৬ হারিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আমাদের গ্রাহক **শ্রী ভক্ত সরকার এবং গীতা সরকার,** যিনি আমাদের সাথে হোম লোন পরিচালনা করছেন, তাঁদের সম্পত্তির বিপরীতে (ঠিকানা ফ্ল্যাট নং বি-২, ২য় ফ্লোর, ১২৬/২/এ, নগেন্দ্রনাথ রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮), উত্তর ২৪ পরগনার দমদম এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮.০৫.১৯৮৬ তারিখের মূল টাইটেল ডিড নং ২৪২৮/১৯৮৬, গত **১২.০৭.২০২৬** তারিখে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর, (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, সিআইটি স্কিম-৮এম, কলকাতা-৭০০০৫৪**-এ আমাদের অফিস থেকে আমাদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে। উক্ত ডিড হারিয়ে যাওয়া/মিসপ্লেস হওয়ার বিষয়টি মানিকতলা পুলিশ স্টেশনে ০৫.১১.২০২৬ তারিখের জেনারেল ডায়ারিতে **জি.ডি.ই. নং ২৯৭** হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

উপরোক্ত টাইটেল ডিডের ওপর কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকা যেকোনো ব্যক্তি এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এমন কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

তারিখ : ০৭.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৫৪

SBI এসবিআই এইচএলসি কৃষ্ণনগর (৬৪৪৭৯)
ওবি, ডি.এল. রায় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০১
ই-মেইল: sbi.64469@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪১৬১৫১৯৭৯৫৮ (এইচবিএল)

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে অনুমোদিত অফিসার এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **২৬.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে **ঋণগ্রহীতা: প্রয়াত দীপক কুমার মজুমদার এবং প্রয়াত তুষার কান্তি মজুমদারের আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা: গ্রাম-বেতাই উত্তর জিতপুর, পোঃ-বেতাই, থানা-তেহট্ট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১৬৩ এবং এছাড়া: পশ্চিমপাড়া, মদনপুর, মদনপুর ইন্দিরা মোড়ের কাছে, পোঃ-মদনপুর, থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১২৪৫** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **১৫.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২২,৬২,৯৬৯.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শো উনসত্তর টাকা মাত্র) (তারিখ অনুযায়ী বকেয়া সুদ সহ)** এবং তার উপর আরও সুদ সহ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারী উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **২০২৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর** তারিখে নীচের বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **১৫.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২২,৬২,৯৬৯.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শো উনসত্তর টাকা মাত্র) (তারিখ অনুযায়ী বকেয়া সুদ সহ)** এবং তার উপর আরও সুদের পরিমাণের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কৃষ্ণনগর** -এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩ -এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(রা)/গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

নদীয়া জেলার কল্যাণী উপ-বিভাগের কল্যাণী থানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিকশিত কল্যাণী শহরে **"বি"** ব্লকের **"বি-১০"** সাব-ব্লকের প্লট নং ৫৭ হিসেবে প্রায় **০৬ (ছয়) কাঠা ০৩ (তিন) ছটাক** এবং **৪১ (একচল্লিশ) বর্গফুট** পরিমাপের জমি এবং ভবনের সমস্ত অংশ বা পার্সেল, কল্যাণী সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট। **ডিড নং আই-১৩০৩০০৬৯২১. সম্পত্তিটি** প্রয়াত নানিগোপাল মজুমদারের পুত্র **প্রয়াত দীপক কুমার মজুমদার এবং প্রয়াত তুষার কান্তি মজুমদার** উভয়ের নামে রয়েছে।
সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে: প্লট নং ৫৬/বি-১০, **দক্ষিণে:** ৩০'-০" চওড়া রাস্তা, **পূর্বে:** ৩০'-০" চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে:** প্লট নং ৫৮/বি-১০।

তারিখ: ০৪.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কল্যাণী — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-II এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক - এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নওপাড়া, পোঃ-হাড়িয়ারা, কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **১১.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সৌগত পাল, পিতা- বীরেন্দ্রনাথ পাল এবং স্ত্রী শ্রীমতী মৌসুমী পাইক, স্বামী- শ্রী সৌগত পাল, ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং-ডি১, ১ম ফ্লোর, ২৪ পূর্বাচল বিধান রোড, থানা-গড়ফা, পোঃ-হালতু, কলকাতা-৭০০০৭৮ এবং ১১০/৫বি শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, থানা-কসবা, কলকাতা-৭০০০৩১, এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, টিএস কাম কন্ডাক্টর, এমপ্লয়ি আইডি-৯৩৯৬, ১২ আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১, এছাড়া ভোগপুর, মেদিনীপুর, তমলুক, পিন-৭২১১৫১** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **১০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩২,৭৮,৩৪৯.০০/- টাকা (বত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)** এবং তারিখ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সুদ সহ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(র)া)/ সহ- ঋণগ্রহীতা (গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **২০২৬ সালের ৫ই নভেম্বর** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **১০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩২,৭৮,৩৪৯.০০/- টাকা (বত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)** এবং তারিখ পর্যন্ত অনিয়োজিত সুদ এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

কেএমসি প্রেমিসেস নং ৮৬, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭৮, পোস্টাল প্রেমিসেস নং ২৪, পূর্বাচল বিধান রোড, থানা গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৬-১৬-২১৮৬-০, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বরো- XII-এর মধ্যে ২৪ পরগনা(গুলি) জেলায় প্রথম তফসিল সম্পত্তির জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশের সাথে অন্যান্য সহ-অংশীদারদের সাথে ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে শীর্ষ ফ্লোরের ছাদ পর্যন্ত সমস্ত সাধারণ সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের অধিকার সহ, লিফট সুবিধা ছাড়া, দুটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি পুজো রুম (লবি), এবং দুটি ওয়াশরুম সমন্বিত, টাইলস ফ্লোরিং সহ, কমবেশি **৮৪৬ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট **ফ্ল্যাট নং ডি১**, প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি **০৫ কাঠা ০৬ ছটাক** কম বা বেশি পরিমাপের বাস্তু জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সাথে গ্রাউন্ড প্লাস দুই তলা ভবন রয়েছে, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী প্ল্যান নং **৭৩৮/XII/ ০৮-০৯, তারিখ ১১.০২.২০০৯** অনুযায়ী নির্মিত, সি.এস. খতিয়ান নং ৮৭০, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৪৮, মৌজা গরফা, জে.এল. নং ১৯, থানা গরফা, জেলা ২৪ পরগনা(গুলি)-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ১৭৩২, ১৭৩২/২৪১৫, ১৭৩২/২৪১৬ এবং ১৭৩২/২৪১৮-এর মধ্যে অবস্থিত, যা কেএমসি প্রেমিসেস নং ৮৬, পূর্বাচল মেইন রোড, (পি.এ.এস. কানেক্টর ব্যতীত), **"মনোনীড় অ্যাপার্টমেন্ট"**, কলকাতা ৭০০ ০৭৮, থানা গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, পোস্টাল প্রেমিসেস নং ২৪, পূর্বাচল বিধান রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭৮, আলিপুরে জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং শিয়ালদহে এ.ডি.এস.আর.-এর অধীনে। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে:** রাজু ঘোষের বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:** নারায়ণ সরকারের বাড়ি দ্বারা, **পূর্বে:** পূরবী দেবীর বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; (মেঘনাল সাহা রোড)। **বুক-১, ভলিউম নং-১৬০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫১৬৭৫১ থেকে ৫১৬৭৭৫, ২০২৩ সালের ১৬০৩১৮৭৮১ নং হিসাবে নিবন্ধিত টাইটেল ডিড।**
সম্পত্তিটি শ্রী সৌগত পাল, পিতা- বীরেন্দ্রনাথ পাল এবং **শ্রীমতী মৌসুমী পাইক,** স্বামী- শ্রী সৌগত পালের **নামে রয়েছে।**

তারিখ: ০৫.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: রাজারহাট — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড নীচের উল্লেখিত গাড়িগুলির বিষয়ে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য গাড়িগুলি

১) মডেল নং - **CB_TATA_ ACE_GOLD_DIESEL**
গাড়ির নং - **WB33F2815**
ওয়াইওএম - ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৩৩১৬২২

মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. -এর কাছে হাইপোথিকেশনের অধীনে থাকা গাড়িটি ''যেমন আছে যেখানে আছে অবস্থায়'' বিক্রির জন্য রয়েছে।
আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাদের কোটেশন জমা দিতে পারেন

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.,
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
অথবা যোগাযোগ করুন
কেসি ভল - ৮৩৩৫০৬৪৮৬৪
সুমিত বর্মা - (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড নীচের উল্লেখিত গাড়িগুলির বিষয়ে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য গাড়িগুলি

১) মডেল নং : **TSIGNA5530**
গাড়ির নং - **WB11G0244**
ওয়াইওএম - ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ২৭৩৭৮০০

২) মডেল নং - **INTRAV30**
গাড়ির নং - **WB11F8872**
ওয়াইওএম - ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৪৮২২৮১.৯

৩) মডেল নং - **TATINTV30**
গাড়ির নং - **WB19L7868**
ওয়াইওএম - ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য - ৪২৫৪৮৬.৫

মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. -এর কাছে হাইপোথিকেশনের অধীনে থাকা গাড়িটি **''যেমন আছে যেখানে আছে অবস্থায়''** বিক্রির জন্য রয়েছে।
আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাদের কোটেশন জমা দিতে পারেন

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
অথবা
যোগাযোগ করুন
গৌতম সাহা - ৯৮৩৬১০৯৩১৭ / সুমিত বর্মা - ৯৮৭৫৪০৪৮৪৭

SBI এসবিআই এইচএলসি বোলপুর (৬৪১৮৩)
ভেনাস প্লাজা, ৩য় ফ্লোর শ্রীনিকেতন রোড বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪, (প.ব.)
ই-মেইল : sbi.64183@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বোলপুর-এর অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **১৪.০৭.২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রদীপ চৌধুরী, পিতা- গৌরী শঙ্কর চৌধুরী এবং স্ত্রী শ্রীমতী সীতু চৌধুরী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চৌধুরী, গ্রাম এবং পোঃ-বাসওয়া, থানা-মারগ্রাম, জেলা -বীরভূম, পিন-৭৩১২০২**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **১৩.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৮,৬১,১৫৩.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ একষট্টি হাজার একশো তিপ্পান্ন টাকা) এবং ১৪.০৭.২০২৬** থেকে সুদ সহ নোটিশে উল্লিখিত মোট পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা(রা)/বন্ধকদাতা(রা) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(রা)/ বন্ধকদাতা(রা) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ৪ এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **২০২৬ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে** নীচের বর্ণিত সম্প

দুর্গাপুরে নিউটন ইয়ং কর্নার পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে কালীপুজোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। তারই মধ্যে ইস্পাত নগরীর বি-জোন টাউনশিপের অন্যতম বিগ বাজেটের কালীপুজো নিউটন ইয়ং কর্নার পুজো কমিটির মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।



পুজোর উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের কর্মসংস্থানের উপর জোর দিতে শিল্পায়নের কথা বলেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যের শিল্পী এলে কর্মসংস্থান বাড়বে।' এর পাশাপাশি তিনি দুর্গাপুরের মানুষকে তার উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানান। এবছর ৫১তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পুজো। প্রতিবছরের মতো এবারও দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে নিউটন ইয়ং কর্নারের কালীপুজো। এবছর তাদের পুজোর মূল থিম 'ত্রিদেব মহাকাল'। থিমের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সামনে বিশেষ ভাবনা ও নান্দনিক উপস্থাপনা তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। মূল মণ্ডপের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে আরও একটি আকর্ষণীয় থিম। পুজোর কয়েকদিন ধরে অন্যান্য বছরের মতো এবারও আয়োজন করা হয়েছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। পুজোর আনন্দের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিষেবার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিবছরই তাদের পুজো দেখতে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়। এবছর ৫১তম বর্ষের বিশেষ থিম 'ত্রিদেব মহাকাল' ঘিরেও দর্শনার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে বিপুল জনসমাগমের আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

রাজবংশী মহাসংঘের সভামঞ্চে প্রতিটি মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান মন্ত্রী নিশীথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজবংশী মহাসংঘের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। শুক্রবার বিকেলে মালদার গাজোল ব্লকের রানিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিপুকুর এলাকায় রাজবংশী মহাসংঘের সম্মেলন থেকে একাধিক বার্তা দিলেন মন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় ওই এলাকার একটি কালী মন্দিরের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু, গজোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন-সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের তৎপরতা শুরু করেছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপশীলি ভুক্ত করে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ চলছে। গাজোল ব্লকের উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি ৩০ কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে বরাদ্দ করা হয়েছিল।' গাজলের উন্নয়নের জন্য নতুন করে আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী।



বাঁকুড়ায় হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতির হানায় বৃহস্পতিবার রাতে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ের বেলুট এলাকায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম বরেন তুং (৬৭) বলে পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মোটর সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন বরেন তুং। সেই সময় বেলুট এলাকায় একটি হাতি জঙ্গল থেকে রাস্তায় উঠে আসে। সেই হাতির সামনে পড়ে যান বরেন ও তাঁর সঙ্গী। এতে বরেনবাবুর ওপর হামলা চালায় হাতিটি। শুঁড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে পা দিয়ে বরেনবাবুকে পিষে দেয় হাতিটি। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার সময়েই বাইক থেকে নেমে পালিয়ে যান বরেনের সঙ্গীটি। এই খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে পুলিশ বরেনবাবুকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করনে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের আধিকারিক জে শেখ ফরিদ জানান, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হবে।' অন্য দিকে, এই ঘটনার পরে এলাকায় হাতির গতিবিধি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বন দপ্তরের কাছে হাতি চলাচলের পথে নজরদারি, সতর্কতা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

কেনরা বৈঙ্ক Canara Bank

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-অকশনের তারিখ ২৩.১১.২০২৬

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে নীচে উল্লিখিত সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্র নং	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট।
১.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) মেসার্স খান অটোমোবাইলস (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রিয়েটর:** আপতার খান, গ্রাম-নেগুয়া, পোঃ নেগুয়া, থানা-এগরা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৮। **আপতার খান (প্রোপ্রিয়েটর),** পিতা- সোজাত খান, গ্রাম-আমদাই, পোঃ-কল্যাণপুর, থানা-এগরা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৭। **সিরাজুল খান (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা),** পিতা- সোজাত খান, গ্রাম-আমদাই, পোঃ-কল্যাণপুর, থানা-এগরা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৭। **আবদুল সাত্তার খান (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা),** পিতা- আবদুল রাজ্জাক খান, গ্রাম-আমদাই, পোঃ- কল্যাণপুর, থানা-এগরা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৭	**ক) ৭৬,১৭,৩৯৩.৬১ টাকা** (সাতাশ লক্ষ সতেরো হাজার তিনশো তিরানব্বই টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ২০.০১.২০২৪** **গ) ০৮.০৪.২০২৪**	মৌজা নেগুয়া, প্লট নং- ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩ এবং ১০৮৪ (আরএস), ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩ এবং ১০৮৪ (এলআর), খতিয়ান নং- ১০৫৮/১ (এসআর) এবং ২৫১৩ ও ২৫০৯ (এলআর), জে.এল. নং- ১১৯, শ্রেণী- বাস্তু এবং দোকান, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- নেগুয়া, থানা-এগরা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৪৪৮, পশ্চিমবঙ্গ-এ **আবদুল সাত্তার খান এবং শ্রী সিরাজুল খানের নামে অবস্থিত জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। প্লট নং ১০৮২ এর জন্য) বেষ্টিত:** উত্তর- প্লট নং ১০৯৩, দক্ষিণ- রাস্তার সাথে সংযুক্ত স্ব-রূপান্তরিত দোকান জমি এবং প্লটের বাকি অংশ, পূর্ব- প্লটের অংশ, পশ্চিম- উক্ত প্লটের বাকি অংশ। **(প্লট নং ১০৮১ এর জন্য) বেষ্টিত:** উত্তর- প্লট নং ২৬০৪, দক্ষিণ- প্লটের বাকি অংশ, পূর্ব- পিডব্লিউডি-এর জমি, পশ্চিম- প্লটের অংশ। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**ক) ৫০,৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,০৫,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা **(মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৫,০৫,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।**
২.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) মেসার্স ৩ স্টার কোল্ড স্টোরেজ অ্যান্ড ফিশ প্রসেসিং,** মৌজা ইটিন্ডা, ইটিন্ডা প্যানিটার গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বসিরহাট, পোঃ-ইতিন্দা, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ২৯২, **বাপি সর্দার,** কারিগর পাড়া, ইটিন্ডা বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২৯২।	**ক) ৬,৮৩,১৫,৭৩৬.০৪ টাকা** (ছয় কোটি তিরাশি লক্ষ পনেরো হাজার সাতশো ছত্তিরিশ টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৬.১১.২০২৪** **গ) ০৭.০২.২০২৫**	**সম্পত্তি ১:** আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১০২০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৯৭-এর অন্তর্ভুক্ত, বড় পরিমাপের জমির অংশ বাদ দিয়ে আংশিক জি+৪ তলা ভবন সহ ২০ ডেসিম্যাল বা ৮৭১২ বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত বাস্তু জমি, যা মৌজা ইতিন্দা, জে.এল. নং ১২১, পোঃ-ইতিন্দা, থানা-বসিরহাট, ইটিন্ডা প্যানিটার গ্রাম **পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে,** জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত: উত্তরে: রাজ্জাক সর্দারের সম্পত্তি,** দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে: সাবিত্রী সরকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে: হরনের সম্পত্তি। সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন **সম্পত্তি ২:** সিজিআই শেড সহ ১৯.৫০ ডেসিম্যাল বাস্তু জমির সমস্ত অংশ, যার মধ্যে ১১ ডেসিম্যাল মৌজা: ইটিন্ডা, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ৩৪৯৯, খতিয়ান নং এল.আর. ১৯৯৭, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ১০২০-এ অবস্থিত এবং অন্য ৮.৫০ ডেসিম্যাল মৌজা ইটিন্ডা, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ২০, খতিয়ান নং এল.আর. ৩৭৬০, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ১০২৫/১৬২৮-এ অবস্থিত, ইটিন্ডা প্যানিটার গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ: ইতিন্দা, থানা: বসিরহাট, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে: বাদশা মিদ্দারের সম্পত্তি, দক্ষিণে: নিজস্ব সম্পত্তি, পূর্বে: মুচ্ছা সর্দারের সম্পত্তি, পশ্চিমে: ৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**সম্পত্তি ১: ক) ১,৫৫,০০,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ক) ৪৪,০০,০০০.০০ টাকা** (চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি ১: ১৫,৫০,০০০.০০ টাকা, সম্পত্তি ২: ৪,৪০,০০০.০০ টাকা** **গ) সম্পত্তি ১: ১,০০,০০০.০০ টাকা, সম্পত্তি ২: ৫০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ **ঙ) ইএমডি পরিমাণ সম্পত্তি ১: ১৫,৫০,০০০.০০ টাকা, সম্পত্তি ২: ৪,৪০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে ইএমডি জমা দিতে হবে।**
৩.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) মেসার্স সাউরা টেক্সটাইল (ঋণ-গ্রহীতা),** প্রোপ্রিয়েটর: শ্রী মহেন্দ্র কুমার ব্যাঙ্কা, ভি ৮০, এস. এ. ফারুকী রোড, বাটলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০১৮। **শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা (প্রোপ্রিয়েটর/ বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী মালী রাম বাঁকা, সিডব্লিউ-১/১৬/এসএ, রবীন্দ্র নগর, পোঃ-বাটলা, থানা রবীন্দ্র নগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০১৮। **জিতেন্দ্র কুমার বাঁকা (গ্যারান্টার),** পিতা- শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা, সিডব্লিউ-১/১৬/এসএ, রবীন্দ্র নগর, পোঃ-বাটলা, থানা রবীন্দ্র নগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০১৮।	**ক) ১,৬৮,৫৮,২৮৯.৯১ টাকা** (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার দুশো উননব্বই টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৫.০২.২০২৬** **গ) ২৭.০৫.২০২৬**	মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ৭ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং সিঙ-৪১/১/নিউ, রবীন্দ্র নগর রোড, থানা রবীন্দ্রনগর, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অধীনে মৌজা-আকরা, জে.এল. ১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৮, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৬২-এর মধ্যে অবস্থিত, শ্রী মহেন্দ্র কুমারের নামে, ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ৪.১২৫ ডেসিম্যাল ডাঙ্গা জমির চিহ্নিত সম্পত্তি এবং দুটি তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন যার মোট এলাকা ২৮৩৮ বর্গফুট, যার মধ্যে ১৩১২ বর্গফুট আবাসিক ঘর, সিমেন্ট ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোরে পাকা ছাদ এবং ১৫২৬ বর্গফুট আবাসিক ঘর, সিমেন্ট ফ্লোর, প্রথম ফ্লোরে পাকা ছাদ। **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে: অন্যদের জমি, দক্ষিণে: প্লট নং সি/১০১, পূর্বে: ২০ ফুট চওড়া রবীন্দ্র নগর রোড, পশ্চিমে: প্লট নং সি/১০১। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**ক) ৯৮,৫৬,০০০.০০ টাকা** (আনব্বই লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৯,৮৫,৬০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৯,৮৫,৬০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে।**
৪.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) মেসার্স শিল্পি মহল (ঋণগ্রহীতা),** প্রোপ্রিয়েটর: স্বপন কামিলা, গ্রাম/পোঃ/থানা-রামনগর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪১। **শ্রী স্বপন কামিলা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** গ্রাম/পোঃ/থানা-রামনগর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪১। **দ্বারকা নাথ জানা (গ্যারান্টার),** গ্রাম-বাগপুরা, পোঃ - বালিসাই, থানা - রামনগর জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২১ ৪২৩।	**ক) ৩৭,৮৪,৬১৫.৫০ টাকা** (সাইত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার ছয়শো পনেরো টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৫.০৭.২০২৫** **গ) ১৬.১০.২০২৫**	জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা - রামনগর, থানা- রামনগর, খতিয়ান নং ১১২০, জে.এল.. নং ২০৫, প্লট নং ৫৫ (১.৪৮২ ডেসিম্যাল) এবং প্লট নং ৩৭/৭৬৫ (৪.০৩৪ ডেসিম্যাল)-এ শ্রী স্বপন কামিলার নামে অবস্থিত এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি। ২০১৩ সালের ৭৬৪ এবং ২০১১ সালের ৪৯৫১ নং ডিড অনুযায়ী। প্লট নং ৫৫ এর সীমানা: উত্তর- প্লট নং ৩৭/৭৬৫, দক্ষিণ প্লট নং ৫৫, পূর্ব রোড, পশ্চিম- প্লট নং ৫৪, প্লট নং ৩৭/৭৬৫ এর **সীমানা:** উত্তর প্লট নং ৩৭/৭৬৫, দক্ষিণ-প্লট নং ৫৫, পূর্ব রোড, পশ্চিম-প্লট নং ৩৭/৭৬৫ **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**ক) ৭৩,৫০,০০০.০০ টাকা** (তোত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৭,৩৫,০০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৭,৩৫,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে।**
৫.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) মেসার্স এ. কে. সি ফুড অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স (প্রোপ্রিয়েটরশিপ),** আশিষ কুমার জানা (প্রোপ্রিয়েটর), পিতা- প্রাণকৃষ্ণ জানা, গ্রাম+পোঃ-দক্ষিণ কালামদান, থানা- খেজুরি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৩০। **প্রোপ্রিয়েটর:** আশিষ কুমার জানা, গ্রাম+পোঃ-দক্ষিণ কালামদান, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৩০।	**ক) ১,২০,৯১,২০৫.৫৩ টাকা** (এক কোটি কুড়ি লক্ষ একানব্বই হাজার দুইশো পাঁচ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৯.০৪.২০২১** **গ) ০৬.০৯.২০২১**	জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা ও এ.ডি.এস.আর.-খেজুরি, মৌজা - দক্ষিণ কালামদান, জে.এল. নং ০২, আর.এস. খতিয়ান নং ৯২২, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৩৪, প্লট নং আর.এস. দাগ নং ৪৩৮, এল.আর. দাগ নং ৫৮৫-এ অবস্থিত, ডিড নং ৩৪৮১/২০০৫ অনুযায়ী **শ্রী আশিষ কুমার জানার নামে** থাকা বিল্ডিং সহ ২৪.৫ ডেসিম্যাল বাস্তু জমি। সীমানা: উত্তর প্লট নং ২৭৬৩, দক্ষিণ-প্লট নং ৪৭১ (সরকার ভিলেজ মরুম রোড), পূর্ব প্লট নং ৪৫৪ এবং ৪৫৫ (মিলন পান্ডা), পশ্চিম-উক্ত প্লটের বাকি অংশ (অরিজিৎ জানা)। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**ক) ৫৫,৬০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,৫৬,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৫,৫৬,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে।**
৬.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) শ্রীমতী ঝুম্পা দত্ত (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী জয়দ্বীপ দত্ত, নেতাজিপল্লী, চাপ্রাঝাড়, ইসলামপুর, জেলা উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩ ২০২। **শ্রী জয়দ্বীপ দত্ত (গ্যারান্টার),** পিতা- শ্রী বিমল দত্ত, নেতাজিপল্লী, চাপ্রাঝাড়, ইসলামপুর, জেলা উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩ ২০২।	**ক) ২৫,৭১,৭৫৩.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৭.০৪.২০২৬** **গ) ২৫.০৬.২০২৬**	পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪ ০১৪, দার্জিলিং জেলা, নকশালবাড়ি, বর্তমানে বাগডোগরা থানার অধীনে, তৌজি নং ৯১, জে.এল. নং ৯৬, পাথারঘাটা পরগনা, মৌজা লালমনের এল.আর খতিয়ান ৫৯৯০ (পূর্ববর্তী এল.আর খতিয়ান ২০০৩)-এ রেকর্ডকৃত, এল.আর প্লট ১১৩৬-এর সাথে সম্পর্কিত আর.এস প্লট ৭৭৭-এর অংশ গঠনকারী এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রায় ১৩৬৫ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং ৩ কাঠা বা ০.০৪৯৫ একর জমি। **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তর-১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- অর্জুন ঘোষ এবং অন্যদের জমি, পূর্বে- স্বপ্ন লাহিড়ীর জমি, পশ্চিমে- রাজকুমার শ-এর জমি। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**ক) ২৩,০১,০০০.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৩০,১০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার একশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ২,৩০,১০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে।**
৭.	**এ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **বি) মেসার্স কবিতা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রিয়েটর:** কবিতা চক্রবর্তী, স্বামী- শিবাজি চক্রবর্তী, ১৮/৩, সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ২০১, **এছাড়াও এখানে:** ৭/১এ, গ্রান্ট লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০১২। **শ্রী শিবাজি চক্রবর্তী,** পিতা- প্রয়াত ললিত কুমার চক্রবর্তী, ১৮/৩, সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ২০১।	**ক) ১,২১,৪৭,৩২৬.২২ টাকা** (এক কোটি একান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৭.০২.২০১৯** **গ) ২৯.০৫.২০১৯**	হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের ৫৪ নং ওয়ার্ডে, হাওড়া, ১৮/৩, সতীশ চক্রবর্তী লেন, হোল্ডিং নং ১৮/৩, আর.এস. খতিয়ান নং

‘রাহুল গান্ধির ভোট বাঁচাও যাত্রা আসলে অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রা’



কংগ্রেসকে তোপ শাহের

দেরাদুন, ৬ নভেম্বর: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ‘ভোট বাঁচাও যাত্রা’কে ‘অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রা’ বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের ২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দেহরাদুনের প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত রাজ্যোৎসবের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার কাজ চলছে। অথচ রাহুল গান্ধি সেই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে যাত্রা করছেন। দেশের মাটিতে অনুপ্রবেশ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

একই সঙ্গে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরাখণ্ডে বিজেপির আসনসংখ্যা ৬৫ পেরোনোর লক্ষ্য স্থির করে শাহ ঘোষণা করেন, রাজ্যে পরপর তৃতীয়বার সরকার গড়বে বিজেপি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি, শুক্রবারের নমাজের জন্য ছুটির প্রস্তাব আনা এবং রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করার অভিযোগও তোলেন তিনি।

শাহের বক্তব্য, উত্তরাখণ্ড গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস। অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর পৃথক রাজ্য গঠনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, অটলজি উত্তরাখণ্ড তৈরি করেছিলেন, আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি রাজ্যকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার কাজ করছেন। উত্তরাখণ্ড কেবল একটি রাজ্য নয়, দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার অন্যতম কেন্দ্র বলেও মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাহাড়ের জল ও যুবশক্তিকে পাহাড়ের কাজে না-লাগানোর নীতি অনুসরণের অভিযোগ তোলেন শাহ। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন উত্তরাখণ্ডকে মানি অর্ডার নির্ভর অর্থনীতি ও মানুষের বাইরে চলে যাওয়ার সমস্যার মধ্যে ফেলে রেখেছিল কংগ্রেস। বিজেপি সরকার সেই পরিস্থিতি বদলে শিল্পনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলায় ঘটে যাওয়া এক অত্যন্ত মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের অকালমৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ।

সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লিখেছেন, ‘ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে এই দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’ উপরাষ্ট্রপতি এক্সে লিখেছেন, ‘ঝাড়খণ্ডের খুঁটিতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীর ভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই দুর্ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি তিনি সমবেদনা জানাচ্ছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।

লোকসভার অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, শোকের এই মুহূর্তে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা রয়েছে। তিনি ঈশ্বরের কাছে আহতদের দ্রুত আরোগ্যের প্রার্থনা করছেন।

পাকিস্তানে দুর্ঘটনায় মৃত ১১, আহত আরও ৩৩

লাহোর, ৬ নভেম্বর: পাকিস্তানের পাকপত্তনের কাছে একটি যাত্রিবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৩ জন আহত হয়েছেন। জানা গেছে, এই দুর্ঘটনাটি বৃহস্পতিবার ঘটেছে। দুর্ঘটনায় ১১ জন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ৮ জন সামান্য আহত হয়েছেন। অন্য ২৫ জনকে পাকপত্তনের জেলা সদর হাসপাতালে (ডিএইচকিউ) ভর্তি করা হয়েছে। ‘ডন’ পত্রিকার প্রতিবেদনে জেলা প্রশাসনের প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনাটি দিপালপুর রোডে ঘটেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT QUATATION NOTICE
E-Quatations are invited by the Administrator, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No :-NM/PWDQ/NIQ-029e/2026-2027 to NM/PWDQ/NIQ-031e/2026-2027, Tender ID :- 2026_MAD_1048653_1, 2026_MAD_1048656_1, 2026_MAD_1048657_1, Type of Work:-** Supplying, fitting, fixing Tower / Rack Server and online web applications. **Bid Submition End Date:-** 16-11-2026 at 05:00 PM, **Bid Open Date:-** 19-11-2026 at 10:00 AM **N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
SD/- Administrator, Nabadwip Municipality

Tender Notice
BIRSINGHA DEVELOPMENT AUTHORITY
Nine no's tender is hereby invited under tender notice no. - **BSDA GHATAL/NIT-36/2026-27 dated 05.11.2026 of Tender ID 2026_BSDA_5084032_1 to 2026_BSDA_5084032_8**
Bid submission start date and time **05.11.2026** from **18:55** onwards & closing date and time of bid submission **-20-11-2026 up to 18:55.**
For more details please visit the website:- https://www.tenders.wb.gov.in.
Sd/-
Executive Officer & Member Secretary
Birsingha Dvelopment Authority
Ghatal, PaschimMedinipur
&
Sub-Divisional Officer
Ghatal, PaschimMedinipur

N.I.e-T No -02/2026-27/VB-G RAM G, Memo No-121/VB-G RAM G, Date -05/11/2026.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **06/11/2026 From 18:30 hour** on **https://tenders.wb.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 06/11/2026 18:30 hours To-21/11/2026 18:30 hours**
Period and time of submission Bids: **From- 06/11/2026 18:30 hours To-21/11/2026 18:55 hours**
Date for opening Technical Bid/Bids: **23/11/2026**
For more details visit **https://tender.wb.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer Sagardighi Development Block Sagardighi, Murshidabad

N.I.e-T No-01/2026-27/VB-G RAM G, Memo No-117/VB-G RAM G, Date- 03/11/2026.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **04/11/2026 From 18:30 hour** on **https://tenders.wb.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **04/11/2026 18:30 hours To-11/11/2026 18:30 hours**
Period and time of submission Bids: **From- 04/11/2026 18:30 hours To-11/11/2026 18:30 hours**
Date for opening Technical Bid/Bids: **14/11/2026**
For more details visit **https://tender.wb.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer Sagardighi Development Block Sagardighi, Murshidabad

Office of the
JASHAHARI ANUKHA-II GRAM PANCHAYAT
Vill - Dohalia, P.O- Kandi, Dist-Murshidabad
NIT. No:- 01/JA2GP/VBGRAMG/2026-27
Date of publishing:- **06/11/2026 from 6.00 p.m.** Starting of Submission of Bid : **06/11/2026 up to 6.00 p.m.** Closing of Submission of Bid : **23/11/2026 up to 3.00 p.m.** Date of opening: **25/11/2026 at 3.30 p.m**
For any information contact with the undersign
Sd/-Prodhan
Jashahari Anukha-II G.P, Kandi Block

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur-I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. NIET No. **01/16th - CFC/2026-27** (Untied), Last date of submission **18.11.2026 up to 12 noon,** For details please contact to the office or visit **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-20/26-27, Memo No-637, Date-06.11.2026
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date : **07/11/2026.** Bid Submission End Date : **20/11/2026** and Bid Opening Date : **23/11/2026.** For Details Please Visit website **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৭৯১ তারিখ : ০৫.১১.২০২৬ ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত ইলেকট্রিকাল কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং.: ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৬১-আর; কাজের নাম :** রেল সদন, হাওড়াতে টাইপ-V কোয়ার্টার্সগুলির ১২টি ইউনিটের নির্মাণ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ১,০৯,১৬,২৯৩.০০ টাকা; **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ):** ২,১৮,৩০০.০০ টাকা; **ক্র. নং. ২; টেন্ডার নং.: ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭৩৬; কাজের বিবরণ:** ৩৬ মাসের জন্য যাত্রী নিবাস/হাওড়াতে ১০ জন যাত্রী বহন ক্ষমতার দুইটি ওটিস নির্মিত প্যাসেঞ্জার লিফট (এম/সি নং. ৫২ কেওয়াই ৩৮৭৮ এবং এম/সি নং ৫২ কেওয়াই ৩৮৭৯)-এর সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৭,৭৬,১৩১.০০ টাকা; **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) :** ১৫,৫০০.০০ টাকা; **ক্র. নং. ৩; টেন্ডার নং.: ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭৩৫; কাজের বিবরণ :** ৩৬ মাসের জন্য ফেয়ারলী প্লেস, কলকাতাস্থিত পূর্ব রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় ভবনের ওয়েস্ট ব্লকের গেট নং ২-তে অবস্থিত একটি মোনোস্কোপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট (নির্মাতা জনসন লিফ্টস প্রাইভেট লিমিটেড)-এর সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ১০,৯১,৬৫১.০০ টাকা; **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) :** ২১,৮০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ৬ মাস (ক্র. নং. ১-এর জন্য) এবং ৩৬ মাস (ক্র. নং. ২ ও ৩-এর জন্য); **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ক্র. নং ১ থেকে ৩ এর জন্য :** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩ টেয়; টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রাযোগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in.** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে।
(HWH-431/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in** - এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/Enit-5/2026-27 dated 30.10.2026, WBBIR/SURI-II DEV/Enit-6/2026-27 dated 04.11.2026 & WBBIR/SURI-II PS/Enit-3/2026- 27 dated 06.11.2026.
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block/ E.O., Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date for bid submission is **13.11.2026, 16.11.2026 & 15.11.2026** respectively.
Details are available on www.tenders.wb.gov.in
Sd/- Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum & Executive Officer, Suri-II Panchayat Samii, Birbhum

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tenders (Online) for the work of “Annual Preventive Maintenance Contract for 1(One) No Jetting-cum-Suction Machine Vehicle No- WB-23D-6257 under Baranagar Municipality”, **NIeT No: WBMAD/BM/HD/NIT-157(eAMC)/2026-27, Tender ID No. 2026_MAD_5084541_1.** Bid submission of end date (Online) is **17.11.2026 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **https://tenders.wb.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No : -002/TBGP/2026-27 Date: 06/11/2026
Tender Id- A) 2026_ZPHD_5084772_1 TO 2026_ZPHD_5084772_5 Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Supply of Civil Materials/Solar) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Web-site i.e, **http://wbtenders.gov.in**
Information to bidders:

Last date and time for down-loading of tender documents	13/11/2026 up to 16.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submis-sion of e-tender	13/11/2026 up to 16.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	16/11/2026 after 16.00 Hrs . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

TAKI MUNICIPALITY
P.O.: Taki, Dist.: North 24 Pgs
NOTICE INVITING E-TENDER
Notice Inviting e-Tender (NIeT) is hereby invited on behalf of the Chairman, Taki Municipality, vide **NIIeT No. 04/WBMAD/TM/26-27, Dated 06.11.2026,** for "Repairing and Renovatation of Saidpur Pallimangal Samiti Granthagar under Taki Municipality." The bid submission will commence from **07.11.2026 at 09:00 AM.** The last date and time of bid submission is **16.11.2026 up to 09:00 AM.** For further details, please contact Taki Municipality or visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Chairman**
Taki Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-17/26-27 Dated 06.11.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1048876_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
Corrigendum Notice
In connection with the mentioned NI(e)T No. 10/Toilet Block(SBM)/2026 – 2027, Date 12/10/2026 & Tender ID No - 2026_MAD_5079349_1 to 20 bid submission date & time has been changed due to server problem. Date and time of closing of submission of technical bid & financial bid at **21/11/2026 upto 05.00 pm**. Others details can be seen from the www.tenders.wb.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in.
Sd/- Chairman, Egra Municipality

ফর্ম-জি এর সংযোজনী
সাইবারকর্প লিমিটেড কলকাতায় নিবন্ধিত কার্যালয়ে আইটি পরিষেবাগুলিতে কাজ করছে, প্রধান কার্যালয়গুলি দিল্লি এবং মুম্বইতে ছিল, তার আগ্রহের অভিব্যক্তির জন্য আমন্ত্রণ
এটি সাইবারকর্প লিমিটেডের কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস সম্পর্কিত ০৬.১১.২০২৬ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফর্ম জি - আগ্রহের অভিব্যক্তির জন্য আমন্ত্রণের ধারাবাহিকতা।
উক্ত ফর্ম জি-এর ১৫ নম্বর পয়েন্টে উল্লিখিত এন্টিটি, যা রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ সম্পর্কিত, তাতে একটি ক্লেরিক্যাল ত্রুটি রয়েছে এবং এখন এটি নিম্নরূপ পড়া হবে
“**রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০.০১.২০২৭।**”
০৬.১১.২০২৬ তারিখের ফর্ম জি-এর অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
স্বা/-
সিএ অতুল রাজওয়াড়কর
সাইবারকর্প লিমিটেডের বিষয়ে আরপি
ইমেল : cybercorp.insolvency@gmail.com
নিবন্ধিত ইমেল : vervecapital@gmail.com
নিবন্ধিত ঠিকানা : ৪৭, হিন্দুস্থান কলোনি, ওয়ার্ধা রোড, নাগপুর, মহারাষ্ট্র, ৪৪০০১৫
তারিখ : ০৭.১১.২০২৬ রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00152/2017-18/10321
স্থান : নাগপুর এএফএ নং : AA1/10321/02/311226/108422 (৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ)

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN : L18100WB1991PLC099782
রেজি. এবং কর্পো. অফিস : ৪৬, ডা. সুন্দরি মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : +৯১৩৩২২৯০১৪৮/৬৭০৮
ইমেল : info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
ওয়েবসাইট : www.saharahousingfina.com
বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ অনুযায়ী এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের একটি সভা আগামী **শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে **৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য** কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে। এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.saharahousingfina.com-এ এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও উপলব্ধ।
সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিবেক কাপুর
স্থান : কলকাতা সিএফও এবং অন্তর্বর্তীকালীন
তারিখ : ০৬.১১.২০২৬ কমপ্লায়েন্স অফিসার

ফর্ম নং আইএনসি ২৬
(কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুসারে)
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা
সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স অ্যাস্টে ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U52190WB2021PTC 244774)-এর বিষয়ে, যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১২/১বি, লিন্ডসে স্ট্রিট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৮৭ সম্পর্কিত।
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিটি, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতার কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পাস হওয়া বিশেষ প্রস্তাবের শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চাওয়া হয়, যা কোম্পানিকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতার একতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, মুম্বই-এর একতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ তার নিবন্ধিত কার্যালয় পরিবর্তন করতে সক্ষম করে।
যেকোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৩৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওনের কাছে, উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত কার্যালয়ে আবেদনকারী কোম্পানির একটি অনুলিপি সহ, তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার ভিত্তি উল্লেখ করে একটি অ্যাফিডেভিট দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তিগুলি নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন অথবা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম ফাইল করার মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
অ্যাস্টে ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
জীবিকা ত্যাগী
তারিখ : ০৬.১১.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিআইএন : ০৬৭১৬৬১৯

মিনোল্টা ফাইন্যান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1993PLC057502
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইউনিক পার্ল, বিএল-এ, হাতিয়ারা, রায় পাড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৫৭
টেলিফোন: ০৩৩-২২৪৮৫৭৯৪ | **ইমেইল আইডি:** minoltafinance@gmail.com | **ওয়েবসাইট:** www.mintola.co.in
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ছয় মাস		সমাপ্ত বছর
		৩০.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	৩১.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী	৩০.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	৩০.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী	৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	পরিচালন থেকে মোট আয়	৪৪০.৭৬	৪৯১.৩৩	(৩.৬১)	৯৩৮.০৯	২০২.৭১	১,১৯৬.৯২
২	মোট খরচ	১০৬.৯৩	৪৬১.৫০	৬৩১.৫১	৫৬৮.৪৩	৮৩৮.০৬	১,৪০১.৯৭
৩	কর পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি)	৩৩৯.৮৩	২৯.৮৩	(৬৩৫.১১)	৩৬৯.৬৬	(৬৩৫.৩৫)	(২০৫.০৪)
৪	কর পরবর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	২৫৯.০৯	৪৬.৮১	(৫৭৫.০২)	৩০৫.৯০	(৫৬০.৩৮)	(১৪২.৮১)
৫	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১/- টাকা)	৪,৯৯৯.৯৬	৯৯৯.৯৬	৯৯৯.৯৬	৪,৯৯৯.৯৬	৯৯৯.৯৬	৯৯৯.৯৬
	১. মৌলিক	০.০৭	০.০৫	(০.৫৬)	০.০৯	(০.৫৫)	(০.১৪)
	২. মিশ্রিত	০.০৭	০.০৫	(০.৫৬)	০.০৯	(০.৫৫)	(০.১৪)

দ্রষ্টব্য:
১. লিমিটেড রিভিউ সহ উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ০৫.১১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে।
২. এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ধারা ৩৩-এর অধীনে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী, কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত মেয়াদের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের লিমিটেড রিভিউ পরিচালনা করেছেন।
৩. কোম্পানি ১লা এপ্রিল ২০১৯ থেকে শুরু হওয়া আর্থিক বছরের জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্স (ইন্ড এএস) গ্রহণ করেছে এবং উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ড এএস এবং এর অধীন প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. তুলনামূলক করার স্বার্থে পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট মেয়াদের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে পুনর্গঠিত/পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।
৫. কোম্পানি আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দুটি সেগমেন্টে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যথা: অর্থায়ন কার্যক্রম এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ ও ট্রেডিং। ইন্ড এএস-১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট অনুযায়ী একটি পৃথক রিপোর্টযোগ্য অপারেটিং সেগমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।
৬. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত নয় মাসের অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যকার ভারসাম্যমূলক পরিসংখ্যান।
সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.mintola.co.in এবং বিএসই ও সিএসই-র ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে।
মিনোল্টা ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অরবিন্দ গালা
ডিরেক্টর
তারিখ: ০৬.১১.২০২৬ **ডিআইএন: ০২৩৯২১১৯**
স্থান: মুম্বাই

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
Corrgendum for **N.I.T. No. WBMAD/MM



একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...



মহাকালী চলমান সমাজব্যবস্থার প্রতিরূপ

শুভজিৎ বসাক



আধুনিকায়নে সমাজকে কেবল যান্ত্রিক পথে চলতে ও বাঁচতে শেখানো হয়েছে, কিন্তু মানবসভ্যতার মূল শিকড়টি গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে গ্রাম্যতার উর্বর মাটিতে। এই শাশ্বত সত্যের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রমাণ হলো সপ্তদশ শতকের সূচনা পর্বে নদীয়ার নবদ্বীপে তন্ত্রশাস্ত্রের মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাতে রূপায়িত কালীপুজো এবং সেই সাধারণ গ্রাম্য বধূর কালীতে রূপান্তরিত হওয়ার অমর ও বিস্ময়কর ইতিহাস। সেই সময়ে বাংলার তন্ত্রসাধনা ছিল মূলত শ্মশানচারী, ভয়াল এবং সাধারণ গৃহস্থ সমাজের কাছে এক আতঙ্কের বিষয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক আগমবাগীশ চেয়েছিলেন দেবীকে শুধু ভয় বা ত্রাসের প্রতীক না রেখে গৃহস্থের ঘরে ঘরে বাৎসল্য, সুরক্ষা ও করুণার মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। তবে সেই করুণাময়ী সাকার রূপটি ঠিক কেমন হবে, তা নিয়ে চিন্তিত সাধককে দেবী রাতে স্বপ্নে মহাসঞ্চারকালে আদেশ দিয়েছিলেন; 'আগামীকাল মহানিশার শেষে প্রাতে বেরিয়ে তুমি প্রথম যে নারীমূর্তি দর্শন করবে, সেই রূপেই আমাকে মূর্ত করে তুলবে।'

পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানের পথে আগমবাগীশ এক অভাবনীয় ও রূপকথাতুল্য দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন। তিনি দেখলেন, পল্লীগ্রামের এক সাধারণ রুক্ষ-শ্যামলা বধূ নিজ কুটিরের কাঁচা উঠোনে বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা সামান্য উঁচুতে একটি পাথরের ওপর ভর দিয়ে দেওয়ালে গোবরের ঘুটে দিচ্ছেন। তাঁর পরনের বসন আলুথালু, কেশ অবিন্যস্ত, আর ডান হাতটি গোবরমাখা অবস্থায় বরাভয় মুদ্রার মতো ওপরের দিকে উঁচিয়ে রয়েছে। হঠাৎ এক অপরিচিত পরপুরুষকে সামনে দেখে বধূটি লজ্জায় ও সংকোচে জিভ কাটলেন। এই দৃশ্য দেখামাত্র সাধক কৃষ্ণানন্দের মননে ও প্রজ্ঞায় ঐশ্বরিক জ্যোতি খেলে গেল। ওই গ্রাম্য মেয়ের রূপেই তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করলেন জগৎজননী মায়ের করুণাময়ী, মমতাময়ী ও কল্যাণময়ী ভঙ্গি। সেই মাটির সোঁদা গন্ধমাখা সাধারণ মেয়েকেই তিনি রূপ দিলেন দক্ষিণাকালীর প্রামাণ্য বিগ্রহে, যা আজ আঞ্চলিক গণ্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে মহাকালী হিসেবে পূজিতা হন।

এই আলুথালু বেশ, অবিন্যস্ত চুল আর রুক্ষ অথচ করুণাময়ী রূপটি কেবল কোনো কল্পিত দেবীর রূপগত অবয়ব নয়, বরং তা বাংলার প্রান্তিক মানুষের রুক্ষ জীবনযন্ত্রণা, সামাজিক বঞ্চনা এবং বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াইয়ের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। গ্রামের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় অভাব-অনটন, কর্কশ দৈন্যতা ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যতই থাক না কেন, জীবনের আসল পরিপূর্ণতা ও শক্তির যে প্রাণপ্রবাহ সমাজব্যবস্থার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তার মূল উৎস এই গ্রাম্য জনপদই। আধুনিক শহরায়নের কৃত্রিম চাকচিক্য বা যান্ত্রিক আলোর রোশনাইয়ের মাঝে এই আদিম প্রাণের উষ্ণ আঁচ ও নাড়ির স্পন্দন কখনোই পাওয়া যায় না। শহর কেবল ভোগ ও ব্যবহার করতে শেখে, কিন্তু সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য উৎপাদন বা সৃষ্টির আদি শক্তি জুগিয়ে চলে এই অবহেলিত গ্রামই। মূলত গ্রামীণ জনপদের খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত-ঘামেই তিলে তিলে গড়ে ওঠে গোটা সমাজের মূল বুনিয়াদ।

এই মহাকালী পুজাকে কেন্দ্র করে যে নানাবিধ তন্ত্রমন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান ও সাধনা আবর্তিত হয়, তার অন্তর্নিহিত মূল লক্ষ্য হলো মানুষের চেতনাকে সংকীর্ণ নিম্নস্তর থেকে জাগিয়ে তুলে উচ্চমার্গে উন্নীত করা। সাধারণ মানবীয় স্তর থেকে শুরু করে সাধনার মাধ্যমে দিব্য বা উন্নতশীল আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পৌঁছানোর যে দীর্ঘ যাত্রা, তা কালীর এই ভয়ংকর অথচ পরম কল্যাণময়ী রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অনন্য রূপক। তান্ত্রিক বিধান অনুসারে, দেবী মহাশক্তি কেবল বিনাশ বা ধ্বংসের প্রতীক নন, তিনি মানুষের মনের অজ্ঞানতা, হিংসা ও পঙ্কিলতা নাশ করে আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার মহাযন্ত্র। আর এই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের যা কিছু অপরিহার্য চাহিদা;যেমন উর্বর শস্য উৎপাদন, কায়িক শ্রমের লোকবল, মৃত্তিকা ও জলের সঠিক সদ্ব্যবহার;সবকিছুই যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ উৎস থেকেই সরবরাহ হয়ে আসছে। চাষাবাদের উর্বরতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রাণের সঞ্চার করা, সবকিছুর মূলে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অমূল্য অবদান।

ফলস্বরূপ, মহাকালী কেবল পূজার বেদীর কোনো নিষ্ক্রিয় প্রস্তরমূর্তি নন, তিনি এক গতিশীল সমাজব্যবস্থার আরাধ্য রূপ এবং অফুরান শক্তিদায়িনী শক্তির মূর্ত প্রতীক। লোককথা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের যুক্তিসম্মত মেলবন্ধনে এটি আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির আসল কাঠামো কোনো কংক্রিটের শহুরে অট্টালিকা নয়, বরং মাটির সোঁদা গন্ধমাখা গ্রামীণ জীবন। গ্রামের এই উর্বর মাটি ও নিরলস পরিশ্রম থেকেই সমাজ প্রতিদিন তার বেঁচে থাকার চিরন্তন রসদ সংগ্রহ করে, যা সমগ্র মানবজাতিকে একতার সুদৃঢ় সূত্রে বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এগিয়ে চলার অন্তহীন সঞ্জীবনী শক্তি জোগায়।।

ভারতের 'সমাজকর্মের জননী'
দুর্গাবাই দেশমুখ

ড. বিমলকুমার শীট

পূর্ব গোদাবরী জেলায় রাজমুন্দ্রি শহর দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে খ্যাত । এখানে সমাজসংস্কারক, লেখক এবং অন্ধ্রের রাজা রামমোহন রায় ও দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত কান্দুকুরী (১৮৪৮-১৯১৯) বীরসালিঙ্গম জন্মগ্রহণ করেন । অভিনেত্রী জয়াপ্রদা, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডামেরলা রামারাও (১৮৯৭-১৯২৫) এখানে জন্মে ছিলেন । দুর্গাবাই দেশমুখ (১৯০৯-১৯৮১) এর ঠাকুরদা পি ভি এন রামা রাও বীরসালিঙ্গমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন । দুর্গাবাই ছিলেন একজন বিদুষী ও কৃতী আইনজীবী, একনিষ্ঠ সমাজকর্মী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী । কান্দুকুরী বীরসালিঙ্গমের কাজকে তিনি আরও প্রসারিত করে ছিলেন । তিনি মাদ্রাজের অন্ধ্র মহিলা সভার প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা ও ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের নির্বাচিত হয়ে ছিলেন ।

এক জাতীয়তাবাদী পরিবেশের মধ্যে দুর্গাবাই দেশমুখ বড় হয়ে ছিলেন। তাঁর মা কৃষ্ণভেনিআম্মা সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর এই রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা দুর্গাবাইকেও দেশের কাজে অনুপ্রাণিত করে ছিল । তিনি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা হিসাবে দ্বায়িত্বও পালন করে ছিলেন । আট বছরে দুর্গাবাইয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ১২ বছর বয়সে, তিনি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্কুল ছাড়েন এবং নিকটবর্তী এক হিন্দি শিক্ষকের কাছ থেকে হিন্দি শেখেন। সে সময় হিন্দি জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী হিসাবে কংগ্রেস হিন্দি ভাষাকে সমগ্র ভারতে প্রচার করছিল । দুর্গাবাই শীঘ্রই এই ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন ও ১৯২৩ সালে রাজমুন্দ্রিতে একটি হিন্দি বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন । মহাত্মা গান্ধী তাঁর অকৃত্রিম প্রচেষ্টা দেখে খুশি হন ও তাঁকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন । একবার দুর্গাবাঈ তাঁর বাবার সঙ্গে রাজমুন্দ্রিতে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে যান, সেই পথে গান্ধীজীর এক অনুষ্ঠানস্থলেও । মিটিং শেষে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরা তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থ ও মূল্যবান জিনিস দেওয়ার আবেদন জানায় । তা দেখে দুর্গাবাঈ নিজে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থ সংগ্রহে লেগে যান । ঐ সময় গান্ধীজী দুর্গাবাইয়ের হাত ধরে বলেছিলেন যে কেন তুমি তোমার হাতের সোনার বালা তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করছ না ? এরপর দুর্গাবাই তাঁর সোনার বালা দান করেন। তারপর তিনি গান্ধীজীর অনুগামী হয়ে ওঠেন ।

১৯২৩ সালে কাকিনাড়ায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । তখন দুর্গাবাই একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সম্মেলন স্থলের কাছে খাদি প্রদর্শনীর দায়িত্বে ছিলেন । তিনি সততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে ছিলেন। জওহরলাল নেহরু প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকতে চাইলে তিনি তাঁকে বাধা দেন, কারণ জওহরলালের প্রদর্শনী কক্ষে ঢোকার টিকিট ছিল না । প্রদর্শনীর আয়োজকরা তা দেখে দুর্গাবাঈয়ের উপর রুষ্ট হন ও রাগারাগি করেন । তখন দুর্গাবাঈ উত্তর দেন যে তিনি কেবল নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য পালন করছিলেন। আয়োজকরা নেহরুর জন্য একটি টিকিট কেটে দেওয়ার পরই তিনি প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করেন । নেহরু এই ঘটনায় মেয়েটির সাহসিকতা প্রশংসা করে ছিলেন ।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহের ডাক দিলে দুর্গাবাই বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক হিসাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই আন্দোলনে নারী সত্যাগ্রাহীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন । লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে অন্ধ্রের প্রথম মহিলা নেত্রী হিসাবে বন্দী হন এবং তাঁর তিন বছরের জেল হয় । প্রথমে ভেলোর জেল ও তারপর মাদুরাই জেলে পাঠানো হয় । জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দুর্গাবাইর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে । জেলে বন্দী থাকাকালীন তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন ও তিন বছর সময়কে যথেষ্ট কাজে লাগান । ত্রিশের দশকের শেষ পর্বে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন । তিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাংবিধানিক ইতিহাসে ডিস্টিংশনের জন্য একজন কৃতী ছাত্রী হিসাবে পাঁচটি পদক লাভ করেন । তিনি উপলব্ধি



করেন শিক্ষা বা সামাজিক যোগাযোগের সুযোগের অভাবে বহু নিরক্ষর নারীকে এমন সব অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ করা হতো যা তারা করেনি, কিন্তু তারা তা স্বীকার করে নিত । এই ঘটনাটিই তাকে অনুপ্রাণিত করে ছিল । তাই ভবিষ্যতে তিনি শুধু একজন বিণা পারিশ্রমিকে কাজ করা ফৌজদারি আইনজীবী হতে নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিবেদিত অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন । ১৯৪২ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন ও কয়েক বছর মাদ্রাজে ওকালতি করেন।



ভারতে নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে দুর্গাবাঈ এর অবদান অপরিসীম। তিনি ভাগ্যহীনা মহিলাদের পুণর্বাসন ও অনাথদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। মাদ্রাজে অন্ধ্র মহিলা সভার (১৯৩৭) প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা ছিলেন। এছাড়া অন্ধ্র মহিলা সভা ও হায়দ্রাবাদ শাখার সদস্যও ছিলেন। এই সভা একাধিক নার্সিং হোম, বিদ্যালয়, নার্স এবং মহিলা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি কলেজ ও অন্যান্য বৃত্তিমুখী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ড গঠনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যা পরবর্তীতে ভারতজুড়ে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের জন্য কর্মরত একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। দিল্লিতে বসবাসকারী তেলেগু শিশুদের শিক্ষাগত চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি ১৯৪৮ সালে অন্ধ্র এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

একজন ফৌজদারি আইনজীবী হিসাবে তাঁর ক্রমবর্ধমান কর্মজীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ দুর্গাবাই দেশমুখকে মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদে নির্বাচিত করা হয় । তিনি গণপরিষদের চেয়ারম্যান প্যানেলে একমাত্র মহিলা ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যা হিসাবে তিনি গণপরিষদের বিতর্কে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং হিন্দু কোড বিলের অধীনে নারীদের সম্পত্তির অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, হিন্দুস্থানিকে জাতীয় ভাষা হিসাবে নির্বাচনে এবং পরবর্তী রাজ্যসভার প্রার্থীদের জন্য বয়সের উর্দ্ধসীমা ৩৫ থেকে ৩০এ নামিয়ে আনার পক্ষে জোরালো ভাবে সমর্থন জানান। সম্পত্তির উপর নারীদের অধিকারের পক্ষে এবং একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের পক্ষেও তিনি সওয়াল করেন। তা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। গণপরিষদের তাঁর কার্যকালে, দুর্গাবাই অন্যান্য সদস্যদের সাথে মিলে ৭৫০টি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫০ সালে তাকে পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৪৪ বছর বয়সে তিনি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রথম ভারতীয় গভর্নর (১৯৪৩-১৯৪৯) চিন্তন দেশমুখকে বিয়ে করেন । তবে বিয়ের সময় চিন্তন দেশমুক অর্থমন্ত্রী (১৯৫০-১৯৫৬) ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং ভারতে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনির সাক্ষীতে তাদের একটি সিভিল ম্যারেজ হয়ে ছিল।

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের প্রথম চেয়ারপার্সন হিসাবে দুর্গাবাই এমন কিছু ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন যা সমাজের প্রান্তিক নারীদের জন্য প্রকৃত সহায়ক। তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন নারীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছাড়া তাঁদের কল্যাণ এবং উন্নত মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় । তাই কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড ৩০.০০০ এরও বেশি ছোট এনজিওর সাথে সংযুক্ত থাকত। এর সমস্ত অর্থায়ন করত ভারত সরকার । তাঁরা ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মসূচি আয়োজন করত, যে গুলোকে আজ আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলি। দুর্গাবাঈ ভারতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। চীন, রাশিয়া ও জাপান পরিভ্রমণ থেকে তাঁর এই ধারণার উদ্ভব হয়। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'চিন্তামন অ্যাণ্ড আই'তে লিখেছেন- এর ফলে কেবল সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের শুধু চাপ কমবে না বরং পারিবারিক ভাঙন রোধ করতে এবং পুরুষ, নারী ও শিশুদের জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনতে একটি ভালো মঞ্চও তৈরি করবে, যার ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে। ১৯৮১ তে তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার পারিবারিক আদালত আইন প্রণয়ণ করে।

দুর্গাবাইর বহুমুখী সমাজসংস্কার মূলক কাজের জন্য তাঁকে ভারতের অন্যতম 'লৌহমানবী' হিসাবে গণ্য করা হয় । ভারতের সমাজ কল্যাণ ও নারী শিক্ষা প্রসারে তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে ছিলেন। সাধারণ খদ্দরের পোশাকে সজ্জিত দুর্গাবাই তেলেগু ও ইংরেজি ভাষায় সুবক্তা ও সম্মোহনী চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। পদ্মবিভূষণ এবং আরও অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত দুর্গাবাইয়ের অবদান ভারতীয় সমাজে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে। তাঁর নামে দিল্লীর একটি স্টেশনের নাম 'দুর্গাবাই দেশমুখ সাউথ ক্যাম্পাস' রাখা হয় ।

ভগবতী দেবী ও তাঁর মহত্ত্ব



ডাঃ শামসুল হক

ভগবতী দেবী কেবলমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতাই ছিলেন না । তিনি ছিলেন এমনই মহিয়সী এক রমনী যিনি নিজ মহিমায় গুণেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও করেছিলেন। তাই সেইসময়ের প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখক লেখিকা সহ মনিষীরাও বিভিন্ন সময়ে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন মূল্যবান অনেক মনের কথাও। তাঁকে নিয়ে মনপ্রাণ ভরানো অনেক কথা লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও। তিনি লিখেছেন , অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার ই হয় না। তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ভগবতী দেবী ঠাকুরদসের পরিবারের গৃহবধূ হিসেবে তাঁর নতুন ঠিকানায় পা রাখেন খুব অল্প বয়সেই । সেইসময় অবশ্য কেবলমাত্র খ্যাতি ছাড়া সেই পরিবারের অর্থের কোন প্রাচুর্যই ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে নিজস্ব গৃহ অঙ্গনকে তিনি সদা সর্বদাই সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখার চেষ্টা করতেন । আর তারপর থেকে শুধুমাত্র নিজের পরিবারের মধ্যেই নয়, সারা বীরসিংহ গ্রামের আদর্শ এক গৃহবধূ হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। অতি অজান্তেই অনেকের শ্রদ্ধেয়া জননী হিসেবে পরিচিত হয়েও উঠেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র গঠনে তাঁর মাতৃ দেবীরা প্রভাব যে ছিল বিশাল সেটা স্বীকার করেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগরই । তাঁর মানসিক কাঠামোটাই যে তৈরী হয়েছিল মায়েরই তত্ত্বাবধানে সেটাও তিনি স্বীকার করেছেন। জীবনের কোন একটা সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল কাশীধামে। সেখানে জনৈক পাণ্ডা একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বিশ্বনাথকে মানেন কি না। পাণ্ডার সেই প্রশ্নে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। কিন্তু তবুও নিজের মাথা ঠাণ্ডা রেখেই সেদিন তাঁর সহজ উত্তর ছিল , আমার বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণার উপস্থিতিই সদা সর্বদা বিরাজমান আমার পিতৃদেব এবং জননীরই মধ্যে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুলাই সমগ্ দেশ জুড়েই বিধিবদ্ধ হয় বিধবা বিবাহ আইন। সেই আইন পাস হ ওয়ার পর গর্বে বুক ভরে উঠেছিল ভগবতী দেবীর। আর ঠিক তখনই ছেলের কাছে তিনি আরও একটা আবদার ধরেছিলেন । এবার স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের দিকেও ছেলে যাতে মন দেয় সেই নির্দেশনামাও জারি করেন তিনি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তখন মায়ের সেই নির্দেশ মাথায় তুলে নেন এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য একবারে উঠেপড়েও লাগেন । নিজ উদ্যোগেই স্থাপন করেন মেয়েদের বেশ কয়েকটা স্কুলও। আর সেজন্য তাঁকে অবশ্য তাঁর নিজস্ব আয়ের অনেকটা অর্থও ব্যয় করতে হয়েছিল। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ভোলা যাবেনা ভগবতী দেবীর অবদানের কথা। হয়তো সেই সংগ্রামে সরাসরি অংশ গ্রহন করেননি তিনি । কিন্তু সেখানেও ছিল তাঁর নির্ভেজাল অনুপ্রেরণা । সেইসময় আবার সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের ফলে তখন দেশে বাড়তে শুরু করেছিল বিধবার সংখ্যাও । সঙ্গত কারণেই তাই দিনের পর দিন বাড়ছিল তাদের দুঃখ দুর্দশাও । ফলে বিধবা বিবাহ আইন হাসি ফুটিয়েছিল তাদের মুখে তখন থেকেই তারা নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছিল একটা সুখী সংসারের স্বপ্নও। বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানকার প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব ও তিনি নিয়েছিলেন নিজেরই হাতে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এক আসনে বসিয়ে আহার পরিবেশ ও করতেন তিনি নিজের হাতেই। আর সেই দৃশ্য দেখে সেইসময়ের বিখ্যাত ব্যক্তি হ্যারিসন সাহেব ও ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন। আবেগের বশে ভগবতী দেবীকে তিনি প্রণাম করেছিলেন এবং তাঁর পাশে বসে আহার গ্রহণও করেছিলেন।